



## মহান আল্লাহর বাণী

## আল্লাহর নির্ধারিত নিদর্শনসমূহের মহত্ব

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٣﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ فَحْلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٤﴾

অনুবাদ: বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত নিদর্শনসমূহকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবে, নিশ্চয় তাহার এই কাজকে আন্তরিক তাকওয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য এইগুলির (কুরবানীর পশু) মধ্যে উপকার আছে, অতঃপর প্রাচীন গৃহের নিকট উহাদের কুরবানীর স্থান হইবে। [আল-হজ্জ, আয়াত: ৩৩-৩৪]

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-41

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly

BADAR Qadian  
Bangla

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 8 Oct, 2026

26 রবিউল সানি 1448 A.H

মহানবী (সা.)-  
এর বাণীএই (মক্কা) নগরীকে আল্লাহ তাআলা সেই দিনই পবিত্র মর্যাদা প্রদান  
করেছিলেন, যেদিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتَنْفِزْتُمْ فَانْفِرُوا. فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمَةٌ لِلَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ وَلَا أَحَدٌ قَبْلِي. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ. فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمَةٌ لِلَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ. وَلَا يُنْفَرُ صِيدُهُ. وَلَا يُلْتَقِطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَزَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاؤها." قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الذُّخْرُ فَإِنَّهُ لَقَيْتُهُمْ وَلِيُوْتِيَهُمْ. قَالَ: قَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, “এখন আর হিজরত ফরজ নেই; কিন্তু সং নিয়ত ও জিহাদ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অতএব, যখন তোমাদের জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন প্রস্তুত হয়ে যাবে।

এই (মক্কা) নগরীকে আল্লাহ তাআলা সেই দিনই পবিত্র মর্যাদা প্রদান করেছিলেন, যেদিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। সূতরাং এটি আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত পবিত্রতার কারণে সম্মানিত। এখানে আমার পূর্বে কারও জন্য যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না এবং আমাকেও কেবল এক দিনের অল্প সময়ের জন্য- অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিনে- অনুমতি

দেওয়া হয়েছিল। এখন এই নগরী আল্লাহ তাআলার প্রতিষ্ঠিত পবিত্রতার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা পবিত্র থাকবে। অতএব, এখানকার কাঁটায়ুক্ত গাছ কাটা যাবে না, এখানকার শিকার ধাওয়া করা যাবে না এবং যে ব্যক্তি কোনো হারানো বস্তু সম্পর্কে ঘোষণা করতে চায়, সে ছাড়া অন্য কেউ এখানকার পড়ে থাকা কোনো বস্তু তুলে নিতে পারবে না। এখানকার ঘাসও উপড়ে ফেলা যাবে না।”

হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির নামক ঘাসটির অনুমতি দিন। কারণ এখানকার কারিগরদের এবং ঘরবাড়ির জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।” তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ইযখিরের অনুমতি রয়েছে।” [সহীহ বুখারী, কিতাবুস সাইদ, হাদীস- ১৮৩৪]

হযরত আব্বাস ইবনে রাবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে সেটিকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, “আমি ভালোভাবেই জানি যে, তুমি কেবল একটি পাথর। তুমি কোনো উপকার করতে পারো না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারো না। আমি যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি কখনোই তোমাকে চুম্বন করতাম না।”

হযরত মসীহ মওউদ  
(আ.)-এর বাণী

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়া সংবলিত পত্র

১৮৮৬ সালে যখন হযরত সুফি আহমদ জান সাহেব রাযিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র কাবা শরিফের হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হতে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম তাঁকে একটি পত্রে লিখেছিলেন:

“এই অক্ষম, নগণ্য ব্যক্তির একটি বিনীত আবেদন স্বরণ রাখবেন যে, যখন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আপনার বায়তুল্লাহ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হবে, তখন সেই প্রশংসিত ও বরকতময় স্থানে এই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঠিক এই কথাগুলো বিনয় ও দীনতার সঙ্গে অন্তর উজাড় করে নিবেদন করবেন যে- হে আরহামুর রাহেমীন (সর্বাধিক দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু!) তোমার একজন অসহায় ও অযোগ্য বান্দা, পাপী ও অনুপযুক্ত গোলাম, আহমদ-যে তোমার পৃথিবী, হিন্দুস্তানে অবস্থান করছে-তার এই নিবেদন যে, হে আরহামুর রাহেমীন! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও এবং আমার অপরাধ ও পাপসমূহ ক্ষমা করো; নিশ্চয়ই তুমি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার দ্বারা এমন কাজ করাও, যার ফলে তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

আমার এবং আমার নফসের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মতো দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও। আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার প্রতিটি শক্তি এবং আমার যা কিছু

অর্জিত হয়েছে-সবকিছু তোমারই পথে নিয়োজিত করো। তোমারই ভালোবাসায় আমাকে জীবিত রাখো এবং তোমারই ভালোবাসায় আমাকে মৃত্যু দাও। আর তোমারই পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির অবস্থায় আমাকে পুনর্জন্মিত করো।

হে আরহামুর রাহেমীন! যে কাজের প্রচারের জন্য তুমি আমাকে নিযুক্ত করেছ এবং যে সেবার জন্য তুমি আমার অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছ, তা তোমার নিজ অনুগ্রহে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে দাও। এই অক্ষম ব্যক্তির হাত দ্বারা ইসলামের সত্যতার প্রমাণ তার বিরোধীদের উপর এবং তাদের সকলের উপর পূর্ণ করে দাও, যারা এখন পর্যন্ত ইসলামের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ।

আর এই অক্ষম ব্যক্তি এবং তার সকল বন্ধু, নিষ্ঠাবান সঙ্গী ও সমমনা ব্যক্তিদের ক্ষমা ও দয়ার দৃষ্টিতে দেখে তোমার সুরক্ষার ছায়ায় রাখো। দীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তুমি নিজেই তাদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যাও। সকলকে তোমার সন্তুষ্টির আবাসে পৌঁছে দাও।

আর তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের ওপর অধিক থেকে অধিকতর দরুদ, সালাম ও বরকত নাজিল করো। আমিন, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক।” (মাকতুবাতে আহমদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭)

## তফসীরে কবীর

## কুরবানির পশুগুলোকে আমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি

“অতঃপর তিনি বলেন, ‘وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ’ অর্থাৎ তুমি তাদের বলে দাও যে, কুরবানির পশুগুলোকে আমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। অর্থাৎ এগুলো মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে পৌঁছে দেয় এবং এগুলোর মাধ্যমে ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণ লাভ হয়।

অতএব, কুরবানির দিনগুলোতে কুরবানির পশুগুলোকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করো, যাতে সেগুলো আল্লাহ তাআলার বান্দাদের উপকারে আসে। অতঃপর যখন সেগুলো জবাই হয়ে নিজেদের

পার্শ্বদেশের ওপর পড়ে যায়, তখন নিজেরাও তাদের গোশত খাও এবং ধৈর্যশীল দরিদ্র ও অসহায় দরিদ্রদেরও খাওয়াও। এই সমস্ত সম্পদ আমরা তোমাদের দিয়েছি, যাতে তা দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করে তোমরা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর হজের সময় যে কুরবানিগুলো করা হয়, সেগুলোর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এসব কুরবানি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমাদের জন্য এসব কুরবানির মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিরাট বরকত রাখা হয়েছে।”

[তাফসিরে কবীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪]

## لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

সম্পাদকীয়

২০২৬ সালের যুক্তরাজ্য বার্ষিক জলসা উপলক্ষে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইয়াদাহুলাহ তা'আলা বিনাসরিহিল আজিজ)-এর পক্ষ থেকে মহিলাদের উদ্দেশে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ভাষণের সারাংশ

তাশাহুদ, তাআউয এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুজুর আনওয়ার আইয়াদাহুলাহ তা'আলা বলেন:

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আপনারা এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। এটি এর প্রমাণ যে, আহমদী নারীরা ধর্মের প্রতি আগ্রহী এবং তাঁরা চান যে, তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পাক, তাঁরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করুন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করুন এবং ‘ধর্মকে জগতের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার’ যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা পূরণকারী হয়ে উঠুন।

গতকালের বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম তু ওয়াসসালাম জলসা আয়োজনের উদ্দেশ্য হিসেবে তাকওয়া ও পরহেজগারি সৃষ্টি করা এবং নৈতিক অবস্থাকে উচ্চতর মানে উন্নীত করার কথা বলেছেন। আমাদের শুধু এই কয়েকটি দিন নয়, বরং সর্বদা ও ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম আমাদের কাছ থেকে কী চান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতএব, এই উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হতে পারে, যখন আমরা তাঁর বায়আতে এসে নিজেদের ধর্মীয় অবস্থার সংশোধনের জন্য তাঁর উপদেশসমূহের ওপর আমলকারী হব।

তিনি বলেছেন: তোমরা এমন একটি জাতিতে পরিণত হও, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে: “ফা-ইন্নাহুম কওমুন লা ইয়াশাকা জলিসুহুম।”

অর্থাৎ, তারা এমন এক জাতি, যাদের সঙ্গে বসবাসকারী দুর্ভাগা হয় না। তাদের সঙ্গে যে ব্যক্তি বসে, সে দুর্ভাগা হয় না এবং তাদের নৈতিক চরিত্র উচ্চমানের হয়। এটি একটি মৌলিক বিষয়, যা আমাদের বোঝা উচিত এবং যার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

অতএব, সর্বদা মনে রাখবে, আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। এটি তখনই সম্ভব, যখন আমাদের প্রতিটি কাজ এবং আমাদের প্রতিটি কথা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হবে এবং আমরা তাঁর শিক্ষার ওপর আমলকারী হব।

তিনি বলেছেন: আমার কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ ও গভীরভাবে শোনো। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তির কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। আর যখন তোমরা সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তখনই সেই উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে, যে উদ্দেশ্য বায়আতে প্রবেশ করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

অতএব, এই কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে এবং চিন্তাভাবনা করে শুনতে হবে, কারণ এটি ঈমানের বিষয়। তিনি বলেন, যখন মানুষ ঈমানের ব্যাপারে গাফিলতি করে এবং তাদের সম্বোধন করে কোনো কথা বলা হলে তা মনোযোগ দিয়ে বোঝে না, তখন মনে রাখবে, বক্তার বক্তব্য যত উচ্চমানের এবং যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, তা থেকে তাদের কোনো উপকার হয় না।

কখনো কখনো মানুষ অন্যদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়, তাদের কথায় প্রভাবিত হয় এবং এরপর জামাতের ওপর আপত্তি করা শুরু করে। কখনো কখনো হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের ওপরও আপত্তি শুরু হয়ে যায়। তাই তোমাদের নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। তাহলেই আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করতে পারব। আমরা যদি শুধু বায়আত করে বসে থাকি এবং নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি না করি, তাহলে কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারব না।

তিনি বলেছেন: আল্লাহ তাআলা এই জামাতকে সত্য ও বাস্তব বিষয়াবলি উন্মোচনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন; অর্থাৎ সত্যগুলোকে স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা এবং বাস্তব বিষয়গুলোর রহস্য উন্মোচন করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই আমি চাই, বাস্তব সত্যতার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হোক; শুধু কথাই যেন না থাকে। ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকারীরা অনেক কথা বলে এবং নারীদেরও এসবের মুখোমুখি হতে হয়।

যদি কুরআন শরিফ গভীরভাবে পড়া হয়, তাহলে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এ ছাড়া বর্তমানে আমাদের তাফসিরসমূহও রয়েছে। সেগুলো থেকেও অনেক উপকার লাভ করা যেতে পারে।

তিনি বলেছেন, মনে রেখো, কুরআন শরিফ পূর্ববর্তী কিতাব ও নবীদের ওপরও অনুগ্রহ করেছে, কারণ এতে তাঁদের অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা কুরআন করিমকে এমন একটি জ্ঞানভিত্তিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, যা প্রত্যেক প্রকার দলিলে পরিপূর্ণ।

কুরআন করিমের শিক্ষা এত ব্যাপক যে, এর সামনে অন্য কোনো শিক্ষাটিকে থাকতে পারে না। তবে শর্ত হলো, শুধু কুরআন করিমের তিলাওয়াত করলেই হবে না; বরং এর অনুবাদও পড়তে হবে এবং এর তাফসির পড়ার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।

তিনি বলেছেন, কুরআন করিম একটি জীবন্ত ও আলোকময় গ্রন্থ। অতএব, কোনো বিরোধী ব্যক্তি বিরোধিতা করল কি না, সে বিষয়ে আমাদের পরোয়া নেই। কোনো ভয় ও দ্বিধা ছাড়াই আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, আমাদের শিক্ষা সর্বোচ্চ শিক্ষা।

বর্তমানে পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস করে যৌবনে পদার্পণকারী অনেক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, কুরআন করিমের বিরুদ্ধে এই এই আপত্তি করা হয়। যদি নিজেরাও কুরআন পড়ার প্রতি মনোযোগী হয়, তাহলে তারা নিজেরাই এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। এর বাইরে ব্যবহারিক জীবনে কোনো আলোকবর্তিকা সৃষ্টি হতে পারে না।

তিনি বলেছেন, আমি চাই, বাস্তব সত্যতার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হোক। কুরআন করিম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে, তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং এর সত্যতা প্রমাণ করতে হবে।

কুরআনের ঘটনাগুলোকে শুধু গল্প মনে করে পড়বে না; বরং শিক্ষা হিসেবে পড়বে এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে। নারীদেরও এই যুগে প্রচারের জন্য পুরুষদের মতোই চেষ্টা করা উচিত। এটিই বর্তমান যুগের জিহাদ।

পূর্ববর্তী যুগে আমরা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উদাহরণ দিই। মানুষ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসত। বহু কুরআনের আয়াতের তাফসির ও ব্যাখ্যা এবং বহু হাদিসের বিস্তারিত বিবরণ সাহাবিগণ তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন।

অতএব, নারীদের উচিত নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং শুধু এ কথা মনে না করা যে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পুরুষদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। বরং তাদের নিজেদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে এতটা উন্নতি করা উচিত, যাতে তারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকেও এগিয়ে যেতে পারে; শুধু সমান হওয়াই যেন তাদের লক্ষ্য না হয়।

হুজুর আনওয়ার আইয়াদাহুলাহ তা'আলা বলেন, “আশাহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এটি কতই না প্রিয় একটি বাক্য! যদি এই বাক্য, এই কালেমা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দেওয়া হতো, তাহলে তারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতো না।

যদি তোমরা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও, তাহলে মনে রেখো, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর ওপর চিন্তা করো এবং তা বোঝো। তিনি বলেন, তোমরা যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছ, শুধু এ কারণে অহংকার করো না যে, যারা অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের তুলনায় তোমরা সৌভাগ্য লাভ করেছ।

সত্য কথা হলো, তোমরা সেই ঝরনার কাছে পৌঁছেছ, যা পানির ঝরনা। কিন্তু পানি পান করা এখনও বাকি। অতএব, পানি পান করার জন্যও আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাওফিক মিললেই তা সম্ভব হয়।

অতএব, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক প্রার্থনা করো, যেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হয়ে পানি পান করার তাওফিক দেন, পানি পান করে তৃপ্ত হও, নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করো এবং নিজেদের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করো।

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রয়েছে, প্রচুর মুদ্রিত গণমাধ্যম রয়েছে। মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং শয়তানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন অগণিত বিষয় বের হয়েছে, যার আগে কোনো ধারণাই ছিল না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের উচিত আগের চেয়ে আরও বেশি করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামকে আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতএব, আমাদের উচিত তাঁর কথাগুলো শোনা এবং পড়া।

হুজুর আনওয়ার আইয়াদাহুলাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা। আর তা প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত, যাতে তোমাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তাঁর স্বীকৃতি যেন শুধু মুখের স্বীকৃতি না হয়; বরং এর জন্য বাস্তব কর্মের মাধ্যমে সত্যতা প্রমাণ করা অপরিহার্য।

আর এর জন্য প্রয়োজন, সর্বদা আল্লাহ তাআলার দরবারে পড়ে থাকা। নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করো। ইবাদতের মান উন্নত করার অর্থ হলো, পৃথিবীর প্রতিটি সম্পর্কের তুলনায় আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়ে উঠবে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে।

যেমন বলা হয়েছে: “ফাযকুরুল্লাহা কাজিকরিকুম আব্বা-আকুম-অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করো, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে থাকো।

তিনি বলেন, “সর্বদা দেখা উচিত যে, আমরা তাকওয়া ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রগতি লাভ করেছি। এর মানদণ্ড হলো কুরআন। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকির নির্দেশনাসমূহের মধ্যে এটিও একটি নির্দেশ রেখেছেন যে, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিকে পার্থিব অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত করে তাঁর কার্যাবলির নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।”

যেমন বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক বিপদের মধ্যে মুক্তির পথ বের করে দেন এবং তার জন্য এমন

→ শেষাংশ ১১ ও ১২ পাতায়....



## জুমআর খুতবা

### কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষা ও বাস্তব আদর্শ

“মানুষের ওপর যখন আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহসমূহ থাকে, তখন তার উচিত তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং মানুষের কল্যাণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। আর যদি কেউ এমন না করে, বরং উল্টো অত্যাচার শুরু করে, তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালার তার কাছ থেকে সেই নিয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেন এবং তাকে শাস্তি দেন।”

[হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)]

“সর্বাত্মে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, যিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, স্বাস্থ্য দিয়েছেন, সুস্থতা দান করেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং ধর্মের প্রচারের জন্য উপকরণসমূহ প্রস্তুত করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা এই যে, আমরা যদি আল্লাহ্‌তায়ালার এসব নিয়ামত গণনা করতে চাই, তাহলে কখনোই সম্ভব নয় যে, আমরা সেই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপাসমূহের হিসাব করতে পারব।” [হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)]

“আহা! হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিরোধীরা এবং তাঁকে অস্বীকারকারী মুসলমানরা যদি আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রেরিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করতেন এবং নিজেদেরকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতেন, তাহলে বর্তমানে মুসলমানরা যে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে, সেগুলো থেকে তারা রক্ষা পেতে পারত।”

“আমাদের প্রত্যেক প্রচারকেরও এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত। কখনো কখনো আমরা আপত্তিকারীদের আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকেও এমন কিছু কথা বলে ফেলি, যা আপত্তিকারীকে এই বলার সুযোগ দেয় যে, ‘এগুলো কি তোমাদের নৈতিকতা?’ আমাদের নৈতিকতা তো অত্যন্ত উন্নত হওয়া উচিত। হ্যাঁ, অবশ্যই প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে হবে, কিন্তু নৈতিকতার সীমার মধ্যে থেকে। তাদের মতো ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়।”

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষা ও বাস্তব আদর্শ

মরহুম হাফেজ শাহবাজ আহমদ সাহেব, আইভরি কোস্টের মুবাঞ্জিগ; মরহুম ইয়েলনিঙ্গানা মোমনি সাহেব, বুরকিনা ফাসোর; মরহুম ইয়াহইয়া সো মারি সাহেব, মালির; মরহুম সিরাজুল হক কুরেশি সাহেব, রাবওয়ার বার্ষিক জলসার উপ-অফিসার; মরহুম লাওল তাইয়্যব সাহেব, নাইজেরিয়ার জামাতের শিক্ষক; এবং মরহুম মাস্টার গফুর আহমদ সাহেব, কানাডার-ইত্তেকালের পর মরহুমদের স্মৃতিচারণ এবং গায়েবানা জানাজার নামাজ।

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৪ আগস্ট, ২০২৬, এর জুমআর খুতবা (১৪ জহুর, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-  
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- وَرِطَا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

তাশাহুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযর আনোয়ার (আই.) বলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে শিক্ষা মহানবী (সা.) দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, বিগত খুতবাগুলোতে আমি এর উল্লেখ করে আসছি। এর উচ্চ মর্যাদা বর্তমান যুগে তাঁর (সা.) সতানিষ্ঠ দাস কীভাবে বুঝেছেন এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তা কীভাবে উপস্থাপন করেছেন, আজ আমি তার কিছু উল্লেখ করব।

একইভাবে, তাঁর নিজের ব্যবহারিক আচরণ কেমন ছিল; ঘরে সন্তানদের তিনি এ বিষয়ে কীভাবে উপদেশ দিতেন; একজন আহমদীর কাছে তিনি কী প্রত্যাশা করতেন—এ যুগে এই বিষয়গুলোই আমাদের জন্য কর্মপন্থা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঐশী নেয়ামতরাজির জন্য খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার গুরুত্ব ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন মানুষ কোনো উচ্চ মর্যাদা লাভ করে, তখন সে অহংকারী হয়ে যায়, অথচ এই সময়ে সে অনেক নেক কাজ করতে পারে এবং মানবজাতির উপকার করতে পারে। খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন: لِيُنْشَكْرُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِيُنْكَرَكُمْ لَأُزِيدَنَّكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (সূরা ইব্রাহীম, ১৪:৮)

অর্থাৎ, যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, তবে আমি আমার অনুগ্রহরাজি আরও বৃদ্ধি করবো; আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

অর্থাৎ, মানুষের প্রতি যখন খোদা তা'লার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, তখন তার উচিত এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং মানুষের কল্যাণ সাধনের কথা চিন্তা করা। আর যদি কেউ এমনটি না করে উল্টো অত্যাচার-অনাচার আরম্ভ করে দেয়, তবে খোদা তা'লা তার কাছ থেকে সেই নেয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেন এবং তাকে শাস্তি দেন। ” [মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২০০]

এক স্থানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন যে, সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হলো আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, যিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, সুস্থাস্থ্য ও সুস্থতা দান করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন এবং ধর্ম প্রচারের উপকরণ সরবরাহ করেছেন। আর প্রকৃত সত্য হলো, যদি(কেউ) খোদা তা'লার এই নেয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়, তবে কোনোভাবেই সেই খোদার অনুগ্রহ ও কৃপারাজি গুনে শেষ করা যাবে না।”

[মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৩০-৩৩১]

অতঃপর অপর এক উপলক্ষ্যে তিনি বলেন: মুসলমানদের উচিত আল্লাহ তা'লার অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যিনি তাদের এমন একটি ধর্ম দান করেছেন, যা জ্ঞানগত ও কর্মগতভাবে সব ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি, অপছন্দনীয়

বিষয় এবং সকল প্রকার কদর্যতা থেকে পবিত্র। মানুষ যদি গভীর চিন্তা ও মনোযোগ নিবদ্ধ করে, তবে সে জানতে পারবে যে, বাস্তবিক অর্থে সমস্ত প্রশংসা ও অনুপম গুণাবলির অধিকারী কেবল আল্লাহ তা'লাই এবং কোনো মানুষ বা সৃষ্টি প্রকৃত ও বাস্তব অর্থে প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য নয়। মানুষ যদি সকল প্রকার স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে লক্ষ্য করে, তবে তার কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কোনো ব্যক্তি যদি প্রশংসার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে হয়তো এ কারণে যোগ্য হতে পারে যে, এমন এক যুগে যখন কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না এবং কোনো অস্তিত্বের চিহ্নও ছিল না, তখন সে তাকে সৃষ্টি করে। অথবা এ কারণে যে, এমন এক যুগে যখন কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না এবং জানা ছিল না যে, অস্তিত্ব লাভ, অস্তিত্বের স্থায়িত্ব, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জীবনের স্থায়ীত্বে কী কী উপকরণের প্রয়োজন, সে সেসব সামগ্রী সরবরাহ করেছে। অথবা এমন এক যুগে, যখন তার ওপর অনেক বিপদ আসতে পারত, সে দয়া করেছে তাকে সুরক্ষিত রেখেছে। অথবা এ কারণে সে প্রশংসার যোগ্য হতে পারে যে, পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমকে সে বিনষ্ট হতে দেয় না এবং পরিশ্রমকারীর অধিকার পুরোপুরিভাবে প্রদান করে; যদিও বাহ্যত শ্রমিকের প্রাপ্য প্রদান করাটা একটি বিনিময়মাত্র, তবুও এমন ব্যক্তিও উপকারী হতে পারে, যে অধিকার পুরোপুরি প্রদান করে।”

তো এই বিষয়গুলো বা বিবিধ বিষয়াদি রয়েছে; এই জিনিসগুলো বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় যদি (কেউ) সাহায্য করে, তবেই তার প্রশংসা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, এসব গুণাবলি সর্বোচ্চ স্তরের, যা কাউকে প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য করে তুলতে পারে। এখনগভীরভাবে ভেবে দেখো যে, প্রকৃত অর্থে এই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী কেবল আল্লাহ তা'লাই। যে তিন-চারটি কথা আমি বর্ণনা করেছি, এগুলোর অধিকারী তো কেবল আল্লাহ তা'লাই, যিনি পরিপূর্ণরূপে এসব গুণাবলিতে সজ্জিত। অন্য কারও মাঝে এসব বৈশিষ্ট্য নেই। ”[রুইদাদ জলসা, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫৯-৫৯৮]

অন্য কোনো ব্যক্তি নেই যার মাঝে এসব গুণ রয়েছে। এমন কোনো সত্তাও নেই যার মাঝে এসব গুণাবলি বিদ্যমান।

অতঃপর ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: হে জ্ঞানীগণ! তোমরা এতে বিশ্বাসাভিভূত হয়ো না যে, খোদা তা'লা এই প্রয়োজনের সময় এবং এই যোর অমানিশার দিনগুলোতে একটি ঐশী জ্যোতি অবতীর্ণ করেছেন এবং এক বান্দাকে সার্বজনীন কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট করে, ইসলামের বাণীকে সম্মুখ করার উদ্দেশ্যে এবং মানবকুলের শ্রেষ্ঠ নবী (সা.)-এর জ্যোতি প্রসারের লক্ষ্যে, মুসলমানদের সাহায্যার্থে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিপূর্ণ করার অভিপ্রায়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। বিশ্বয় তো তখন হতো, যদি ইসলাম ধর্মের রক্ষক সেই খোদা-যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি সর্বদা কুরআনের শিক্ষার রক্ষক থাকব এবং একে প্রাণহীন, শ্রীহীন ও আলোহীন হতে দেবো না-এই অন্ধকার দেখে এবং এসব অভ্যন্তরীণ

ও বাহ্যিক ফ্যাসাদ বা অরাজকতার দিকে দৃষ্টিপাত করেও চূপ থাকতেন এবং তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ না করতেন, যা তিনি তাঁর পবিত্র বাণীতে জোরালোভাবে বর্ণনা করেছেন।”

আল্লাহ তা'লা যে নেয়ামত পাঠিয়েছেন, তা তো আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই হয়েছে এবং এতে আশ্চর্যের কোনো বিষয় নেই। বিশ্বয় তো তখন হতো, যদি আল্লাহ তা'লা এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না করতেন এবং ইসলামের মাঝে যে অবক্ষয়ের ধারা গুরু হয়েছিল, তা চলমান থাকত।

এরপর তিনি (আ.) বলেন: আমি পুনরায় বলছি যে, সেই পবিত্র রাসূল (সা.)-এর এই পরিষ্কার ও প্রকাশ্য ভবিষ্যদ্বাণী যদি বার্থ হয়ে যেত, যাতে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে খোদা তা'লা এমন এক বান্দাকে সৃষ্টি করবেন, যিনি তাঁর ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন; তাহলে হয়ত বিশ্বয় প্রকাশ করা বৈধ হতো। সুতরাং, এটি বিশ্বয়ের নয়, বরং হাজার হাজার বার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময় এবং ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধির সময়। আর এভাবে, যেমনটি আমরা দেখি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমন পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দীতে বিভিন্ন অঞ্চলে মুজাদ্দিদ আসতে থাকে আর অবশেষে তাঁকে (আ.) আল্লাহ তা'লা শেষ হাজার বছরের জন্য মুজাদ্দিদ বানিয়ে মসীহ মওউদ এবং ইমাম মাহদীর মর্যাদা দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি হাজারবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধির সময় যে, খোদা তা'লা নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় এক মিনিটও বিলম্ব হতে দেননি; আর কেবল এই ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ করে দেখাননি, বরং ভবিষ্যতের জন্যও হাজারো ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক নিদর্শনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।”

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন যে: “যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সিজদা করো যে, যে যুগের অপেক্ষা করতে করতে আমাদের পিতৃপুরুষরা গত হয়েছেন এবং অগণিত আত্মা সেই আকাঙ্ক্ষাতেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে, সেই সময় তোমরা পেয়েছ।”

পূর্ববর্তী মুসলমানরা আলেমরা বুজুর্গরা মসীহ মওউদের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু তারা পাননি; তোমরা সৌভাগ্যবান যে, তোমরা সেই যুগ পেয়েছ, এখন আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। এখন এর মূল্যায়ন করা বা না করা এবং এর দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হওয়া বা না হওয়া তোমাদের হাতে। তিনি বলেন: আমি এটি বার বার বর্ণনা করব এবং এটি ঘোষণা করা হতে আমি বিরত থাকতে পারি না, অর্থাৎ আমিই সেই ব্যক্তি যাকে যথাসময়ে সৃষ্টির সংশোধনের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লা আমার মাধ্যমে স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। যেন ধর্মকে নতুনভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়।” [ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬-৮]

হায়! তাঁর বিরোধীরা এবং তাঁর অমান্যকারী মুসলমানরা যদি এ বিষয়টি বুঝতো এবং আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে, আল্লাহ তা'লার প্রেরিত পুরুষকে মেনে নিত এবং নিজেদেরকে ঐক্যের মালায় গেঁথে নিত! এটি যদি করতো তাহলে বর্তমানে মুসলমানরা যেসব সমস্যার সন্মুখীন তা থেকে তারা রক্ষা পেতে পারত।

এক সত্যাত্মবোধীকে সম্বোধন করে হযরত আকদাস (আ.) বলেছেন:

“খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, কারণ তিনি যথাসময়ে সাহায্য করেছেন এবং এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই তোমাদের জন্য সমীচীন হলো, তোমাদেরকে যে কৃপায় ভূষিত করা হয়েছে তা বিনষ্ট কোরো না এবং একে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখো; আর তোমাদের যে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করো। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, খোদার সাহায্য যদি না থাকে এবং তিনি যদি বলার সামর্থ্য না দেনন কোন ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠা এবং পূর্ণ শক্তির সাথে কোনো বিষয় বর্ণনা করতে সক্ষম নয়। তিনি সাহায্য না করলে দলীল-প্রমাণ পাওয়াই যায় না। [আল্লাহ তা'লার সহায়তা থাকলে এবং তাঁর সাহায্যে থাকলেই প্রমাণাদি হস্তগত হয়। আল্লাহর সাহায্য না থাকলে বক্তৃতা করার রীতিও রপ্ত হয় না। আর এটিও খোদা তা'লার বিশেষ কৃপা যে, এই বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমেই পুণ্যময় শক্তির অধিকারীরা সেই ব্যক্তিকে চিনতে বা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়, যিনি খোদার শক্তি ও ক্ষমতাবলে ফিরিশতার সাহায্যে কথা বলেন। [আল্লাহ তা'লার কৃপার ফলেই মানুষ আল্লাহ তা'লার প্রেরিত পুরুষকে চিনতে পারে।] অতএব, তোমাদের প্রতি খোদা তা'লার

অনেক বড়ো অনুগ্রহ হলো, তিনি তোমাদের এই শক্তি দান করেছেন এবং চেনার মতো চোখ দিয়েছেন। [সত্যসন্দ্বাহীকে তিনি (আ.) বলেছেন, তোমরা সত্যের সন্ধান করছ, তাই আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, কেননা আল্লাহ তা'লা তোমাদের এই জ্ঞান দিয়েছেন। অনেক মানুষ আছে, যারা নিজেদেরকে বড়ো আলেম মনে করে কিন্তু তাদের সেই জ্ঞান নেই। তারা কেবল বিরোধিতায়ই করতে থাকে; কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞ হও, কারণ আল্লাহ তা'লা তোমাদের জ্ঞান দিয়েছেন। এগুলো আল্লাহ তা'লার অনেক বড়ো অনুগ্রহ।] তিনি (আ.) বলেছেন, তিনি যদি এই কৃপা না করতেন, তাহলে অন্যান্য লোকেরা যেভাবেপর্দার আড়ালে (বা অন্ধকারে) থাকে এবং গালিগালাজ করে, তোমরাও তাদের মতোই হতে। কাজেই, যারা (তাঁকে) গ্রহণ করেছে, তারা সৌভাগ্যবান। যে জিনিসটি তোমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে, তা শুধুমাত্র খোদার কৃপা। এরপর তিনি (আ.) উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন মিঞা আবদুল হককেই দেখো, খোদার কৃপা যদি তাকে সাহায্য না করত, তাহলে তার জন্য এই বিলাসিতার জীবন থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হতো না। এখানে তিনি (আ.) মিঞা আবদুল হক সাহেবের যে উদাহরণ দিচ্ছেন, তিনি হলেন কসুরের মুনশী আবদুল হক। তিনি ছাত্র ছিলেন, সেই যুগে বিএ. পড়তেন। যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও- [মসীহ মওউদ (আ.) যখন এটি বর্ণনা করেছেন তার] তিন বছর আগে- খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ‘আল হাকাম’ ও হযরত আকদাস (আ.)-এর বিভিন্ন রচনা পড়ে হযরত আকদাসের সমীপে একটি পত্র লিখেছিলেন যে, তিনি ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা বাস্তব রূপে দেখতে চান। [এমনিতে তো ইসলামে তেমন কিছু দেখতে পাইনি, তাই আমি বাস্তব রূপে দেখতে চাই। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে এটি লিখেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে হযরত আকদাস (আ.) তাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তিনি যেন কমপক্ষে দুই মাস কাদিয়ানে এসে অবস্থান করেন।] তিনি কাদিয়ান দারুল আমান আসেন, এটি ১৯০১ সালের কথা, এবং তাঁর কাছে অবস্থান করেন, বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে, যখন তার কাছে অনেক (তথাকথিত) হিতাকাঙ্ক্ষী জড়ো হয়েছিল। তারা নিষেধও করেছিল যে কাদিয়ানে যেয়ো না, বরং একজন গালিও দিয়েছিল, যদিও গালি দেওয়া তাদের ধর্মে নিষেধ আর সবার জানা যে এটি ভদ্রতা এবং শিষ্টাচারেরও পরিপন্থি; কিন্তু এসব কথার ওপর খোদার কৃপা প্রাধান্য লাভ করে এবং তাকে টেনে নিয়ে আসে। মন্দে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ হয় নি। ওই সময় তিনি বিয়েও করেননি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, অনেক সময় বিয়ের কারণেও বড়ো বড়ো সমস্যা সৃষ্টি হয়, সে যদি বিয়ে করে ফেলত, তাহলে হয়তো কোনো বড়ো পরীক্ষায় পড়তে হতো; কিন্তু খোদা তা'লা তাকে সব দিক থেকে রক্ষা করেছেন। এটি কোনো নতুন বিষয় নয়, আল্লাহ তা'লা যার প্রতি স্বীয় কৃপা করেন তাকে সকল অর্থেই রক্ষা করেন। এটি মনে করো না যে, আমরা মুসলমান। ইসলাম অনেক বড়ো একটি নিয়ামত, এর মূল্যায়ন করো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এর মাঝে একটি দর্শন আছে, যা কেবল মুখদিয়ে বললেই অর্জিত হয় না। [মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৫-৪৩৬]

[শুধু মুসলমান হওয়ার দাবি করলেই লক্ষ্য অর্জিত হয় না; বরং যেসব কথা রয়েছে, এর যে শিক্ষা রয়েছে, তা মেনে চলতে হবে।]

আহমদীয়া জামা'তের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসা পোষণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

“এখানে আমি এ কথার বহিঃপ্রকাশ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে পারছি না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ আমাকে নিঃসঙ্গা পরিত্যাগ করেনি। খোদা তা'লা স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত এই জামাতে- আমার সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠাকারী এবং এই জামা'তে যোগদানকারীরা- ভালোবাসা ও নিষ্ঠার বৈশিষ্ট্যে আশ্চর্যজনকভাবে রঞ্জিত। আমার পরিশ্রমে নয়, বরং খোদা তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে সত্যনিষ্ঠায় পরিপূর্ণ এসব মানুষ আমাকে দান করেছেন।”

তিনি আহমদীয়াতে যোগদানকারী ওইসব নিষ্ঠাবানদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, “সত্যনিষ্ঠায় পরিপূর্ণ এসব সদাত্মা মানুষ আমাকে দান করা হয়েছে। তিনি বলেন, সর্বাগ্রে আমি আমার এক আধ্যাত্মিক ভাইয়ের উল্লেখ করার জন্য হৃদয়ে প্রবল প্রেরণা অনুভব করছি, যার নাম তার আলৌকিক নিষ্ঠার মতোই ‘নূর উদ্দীন’। তার কোনো কোনো ধর্মীয় সেবাকে- যা তিনি স্বীয় হালাল সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে ইসলামের নামকে সম্মন্ন করার জন্য করে যাচ্ছেন- আমি সর্বদা ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখি যে, হায়! সেসব সেবা যদি আমার দ্বারাও সাধিত হতো।” তিনি (আ.) ইসলামের সেবায় এত কিছু করা

### যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi  
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

### যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

সত্ত্বেও বলছেন, হযরত মওলানা নূর উদ্দীন সাহেবের কুরবানীগুলো দেখে আমার একান্ত ঈর্ষা হয়, হায়! আমিও যদি সে পরিমাণ আর্থিক সেবা করতে পারতাম। “তঁার হৃদয়ে ধর্মের সহায়তার জন্য যে প্রবল আবেগে বিদ্যমান, তার কল্পনায় ঐশী শক্তির একটি চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে, তিনি (খোদা) আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর বান্দাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি (রা.) নিজের সমস্ত সম্পদ, শক্তি এবং উপকরণসজ্জিত হয়ে সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যের জন্য সোচ্চার। আমি কেবল সুধারণাবশেই নয় বরং অভিজ্ঞতার আলোকে এ সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তব জ্ঞান রাখি যে, আমার পথে বা আমার খাতিরে সম্পদ তো নসি, নিজের প্রাণ ও সম্মানও বিসর্জন দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না। আমি যদি অনুমতি দেই, তাহলে তিনি এপথে সর্বকিছু উৎসর্গ করে তার আধ্যাত্মিক সাহচর্যের ন্যায় দৈহিকসাহচর্য এবং সার্বক্ষণিকভাবে সান্নিধ্যে থাকার দায়িত্বও পালন করতেন।” [ফতেহ ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫]

অর্থাৎ তিনি স্থায়ীভাবে আমার সাথেই থাকতেন। তিনি (আ.) এটি ১৮৯০ সালের কথা বলেছেন, নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকের। তিনি তাঁর রচিত ‘ফতেহ ইসলাম পুস্তিকায় একথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীতে হযরত মওলানা হাকীম নূর উদ্দীন সাহেব (রা.) সর্বকিছু পরিত্যাগ করে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথেই থেকেছেন।

আল্লাহ তা’লার ‘রহমানিয়াত’ (বা অপার দয়া) গুণের অধীনে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, “লক্ষ লক্ষ প্রশংসা ও স্তুতি সেই সর্বশক্তিমান সত্তারই প্রাপ্য, যিনি সকল আত্মা এবং দেহকে কোনো বস্তু, প্রাথমিক ছাঁচ বা অবয়ব ছাড়াই কেবল স্বীয় নির্দেশ ও আদেশে সৃষ্টি করে নিজের মহা-ক্ষমতার নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন এবং সকল সদাত্মা তথা নবীগণকে কোনো গুরু ও শিক্ষক ছাড়াই স্বয়ং তরবিয়ত ও শিক্ষা প্রদান করে নিজের চিরন্তন অনুগ্রহের নিদর্শন প্রকাশ করেছেন।” অর্থাৎ, এসব নবী, যাদেরকে আল্লাহ তা’লা প্রেরণ করেছেন, তাঁদেরকেও তিনি নিজেই শিখিয়েছেন, তাদের তরবিয়ত করেছেন এবং তাদের ওপর নিজের নির্দেশাবলী অবতীর্ণ করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, সুবহানাল্লাহ! কত সীমাহীন দয়ালু ও কৃপালু আমাদের খোদা, যিনি আমাদের কোন যোগ্যতা ছাড়াই অর্থাৎ, আমাদের কোন অধিকার ছাড়াই আমাদের মতো দুর্বলদের কাজ নিজেই সমাধা করেছেন। আমাদের শারিরীক স্থায়িত্ব বা দৃঢ়তার জন্য সূর্য, চন্দ্র, মেঘমালা ও বায়ুমণ্ডলকে কাজে লাগিয়েছেন। অপরদিকে আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার জন্য তওরাত, ইঞ্জিল এবং ফুরকান (কুরআন) এবং সকল ঐশী পুস্তকাবলী যথাসময়ে পৌঁছিয়েছেন।

তিনি এরপর দোয়া করছেন- এ আমার খোদা! সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতার অর্থ তোমার প্রাপ্য, কেননা তুমি স্বয়ং তোমাকে শনাক্ত করার পথ বাতলে দিয়েছ। আর নিজের পবিত্র পুস্তক সমূহ অবতীর্ণ করে চিন্তা ও বুদ্ধির ভুল ও ত্রুটিসমূহ থেকে রক্ষা করেছ। এছাড়া দরুদ ও সালাম রসূলগণের নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ও তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের প্রতি, যাঁদের মাধ্যমে খোদা এক পথদ্রষ্ট জগতকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। সেই মুরব্বী ও কল্যাণ সাধনকারী সত্তা যিনি দিশেহারা সৃষ্টিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছেন। সেই অনুগ্রহকারী ও দয়ালু যিনি লোকদেরকে শিরক ও প্রতিমার নোংরামী থেকে মুক্ত করেছেন। সেই জ্যোতি ও জ্যোতি বিচ্ছুরণকারী যিনি তওহীদের আলোকে জগতে বিস্তৃত করেছেন। সেই চিকিৎসক ও যুগের নিরাময়ক যিনি বিভ্রান্ত হৃদয়গুলোকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই মহানুভব ও মাহত্বের প্রতিক যিনি মৃতদের জীবনের অমিয় সুধা পান করিয়েছেন। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিকভাবে যারা মৃত ছিল। সেই দয়ালু ও কৃপালু যিনি উম্মতের জন্য ছিলেন দুঃখভারাক্রান্ত। উম্মতের জন্য বেদনা সহ্য করেছেন, উম্মত পথদ্রষ্ট হচ্ছিল, উম্মতের জন্য এই যুগে মসীহ মওউদ-কে প্রেরণ করেছেন ও কষ্ট সহ্য করেছেন। সে বীর ও পালোয়ান যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেছেন। আল্লাহ তা’লা জগতের সংশোধনের জন্য প্রথমে মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন, এরপর তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে প্রেরণ করেছেন। সেই সহিষ্ণু ও নিঃস্বার্থ মানুষ যিনি দাসত্বে মস্তক অবনত করেছেন আর নিজ সত্তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। সেই পূর্ণ একত্ববাদী ও তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্র যা র কাছে শুধুমাত্র খোদার একত্ববাদ পছন্দীয় ছিল আর অন্য সর্বকিছু ছিল যার কাছে তুচ্ছ। রহমান খোদার ক্ষমতার সেই অলৌকিক নিদর্শন, যিনি উম্মী (নিরক্ষর) হয়েও সকল ঐশী জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বাগ্রে আর প্রত্যেক জাতিকে ভুল-ভ্রান্তির শিকার বলে চিন্তিত করেছেন। ”

[বারাহীনে আহমদীয়া, রুহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬-১৭]

এটি মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা। প্রথমে তো তিনি (আ.) তওরাত ও ইঞ্জিলের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন; সেসব জাতির জন্য যারা তওরাত ও ইঞ্জিলের মাধ্যমে সঠিক পথ পেয়েছে তাদের কথা বলেন কিন্তু এরপর পুনরায় জগতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলে এর জন্য মহানবী (সা.)-এর সত্তাই ছিল যাকে আল্লাহ তা’লা প্রেরণ করেছেন এবং তিনি বান্দাদের খোদার সাথে মিলিত করেছেন।

অতঃপর হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, “হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানি না। তুমি পরম দয়ালু ও কৃপালু আর আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ সীমাহীন। আমার অপরাধ ক্ষমা করো যাতে আমি ধ্বংস হয়ে না যাই। আমার হৃদয়ে তোমার বিগুপ্ত ভালোবাসা সৃষ্টি করো যাতে আমি জীবন লাভ করি। আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখো। আমাকে দিয়ে এমন কাজ করাও যদ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমি তোমার দয়ার দোহাই দিয়ে সেই বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যাতে তোমার ক্রোধ আমার ওপর বর্ষিত না হয়। করুণা করো আর ইহ ও পারলৌকিক বিপদাপদ থেকে আমাকে রক্ষা করো। সব ধরনের কৃপা ও দয়া তোমারই হাতে। আমীন সুম্মা আমীন।” [মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১৭]

অতঃপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেন, সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতা সেই দয়ালু খোদার প্রাপ্য যিনি এমন ধর্ম আমাদের দান করেছেন যা খোদাকে জানার ও খোদাভীতির এমন এক মাধ্যম যার দৃষ্টান্ত কখনো এবং কোন যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না। সহস্র দরুদ সেই নিষ্পাপ নবীর প্রতি যার ওসিলায় (মধ্যস্থতায়) আমরা এই পবিত্র ধর্মে প্রবেশ করেছি এবং সহস্র সহস্র রহমত মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের প্রতি যারা নিজেদের রক্ত দ্বারা এই বাগানে সেচ দিয়েছেন। ”

[বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ২৫]

অতঃপর আরেক স্থানে লেখেন, যারা তাঁর দৃষ্টিতে সৎ ও সত্যবাদী, তারা সর্বদা অজ্ঞদের মুখ ও হাতেরকন্ঠে জর্জরিত হয়েছেন। যারা আল্লাহ তা’লার দৃষ্টিতে সঠিক পথের অনুসারী ও সত্যবাদী প্রকৃতপক্ষে ধর্মের অনুসারী, আল্লাহ তা’লার প্রতি বিশ্বস্ত তারা অজ্ঞদের কথায় ও হাতে কষ্ট পেয়েছেন। যেভাবে এযুগে আহমদীরাও বিভিন্ন দেশে ও স্থানে কষ্ট সহ্য করছে। কাজেই, যেহেতু আদি থেকে আল্লাহ তা’লার বিধান এটিই, তাই আমরাও যদি আপন অথবা পররের হাতে কিছুটা কষ্ট ভোগ করি, তাহলে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত এবং আনন্দিত হওয়া উচিত, কারণ আমরা সেই প্রকৃত প্রেমাম্পদের দৃষ্টিতে এটুকু যোগ্য তো সাব্যস্ত হয়েছি যে, তাঁর পথে কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। আল্লাহর পথে যদি কষ্ট দেওয়া হয় তাহলে এটিও আমাদের সৌভাগ্য আর আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত এবং আল্লাহ তা’লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কেননা আল্লাহর পথে সেই ব্যক্তিই কষ্ট ভোগ করে এবং নির্যাতিত হয় যাকে আল্লাহ তা’লা পছন্দ করেন। অতএব, এভাবে কষ্ট ভোগ করা তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমরা যখন অপরদিকে যখন দেখি যে, কতক ধর্মের শত্রু নিজেরা মিথ্যা কৌশল অবলম্বন করে আমাদেরকে দুঃখ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং অজ্ঞ ও ভালমন্দের বাচবিচার বিহীন লোকদেরকে নৈরাজ্যে নিপতিত করে, এমতাবস্থায় আমরা যতদূর সম্ভব সেসব অজ্ঞ লোকদেরকে নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করাকে আমাদের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান করি। ”

[মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪১-১৪২]

অর্থাৎ তাদের কাছেও প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা, ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে মানুষ যে মন্দকর্মগুলো করে তা তাদের সামনে প্রকাশ করা। পরীক্ষা থেকে রক্ষা করার অর্থ এটি নয় যে, আমরাও তাদের মতো অশালীন ভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করব যে রূপ বিরুদ্ধবাদীরা করে থাকে এবং অসভ্য আচরণ আরম্ভ করব। বরং ইসলামী শিক্ষার গণ্ডিতে থেকে তাদের মিথ্যা অপপ্রচার ও আপত্তির খণ্ডন করুন। একথা আমাদের প্রত্যেক দায়ী ইলাল্লাহ রও স্মরণ রাখা উচিত। অনেক সময় আমরাও আপত্তিকারীদের আপত্তির উত্তরে আমাদের পক্ষ থেকেও এমন কথা বলে ফেলি যা আপত্তিকারীকে এমন কথা বলার সুযোগ করে দেয় যে, এই হলো তোমাদের চারিত্রিক! আমাদের নৈতিক আদর্শ তো অনেক উন্নত হওয়া উচিত। তবে, প্রকৃত বিষয় অবশ্যই বর্ণনা করুন, কিন্তু উত্তম নৈতিকতার গণ্ডিতে থেকে। তাদের ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এই অধম খোদা তা’লার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অক্ষম যে, সেই কুফরী ফতোয়া প্রদানের সময় যখন কি-না সকল দিক থেকে এ যুগের আলেমদের ধর্নি উচ্চকিত হচ্ছিল যে, ‘লাসতা মু’মিনা’ অর্থাৎ তুমি মু’মিন নও, (তখন) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা’লার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা আসে যে, **قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ** অর্থাৎ তুমি বলে দাও, আমি প্রত্যাদিষ্ট এবং আমিই সর্বপ্রথম এতে বিশ্বাসী।

শক্তি বাম এখন নতুন রূপে নতুন সাজে নিয়ে এলো সিলভার ফয়েল প্যাকেট

নকল ইহতে সাবধান

# শক্তি বাম

কোম্পানীর ছবি ও চিহ্ন দেখে কিনবেন

আয়ুর্বেদিক পেন বাত

কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বেশি মুনাফার আসায় এখন নকল শক্তি বাম বিক্রয় করছেন

নকল শক্তি বাম কিনবেন না

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পাওয়া যায় \* ব্যবসায়ীর নম্বর-৯৪৩৪০৫৬৪১৮

একদিকে মৌলভী সাহেবরা বলছে, যে কোনোভাবে এই ব্যক্তির মূলোৎপাটন করো আর অপরদিকে এলহাম হচ্ছে **يَرْزُقُونَ عَلَىٰ كَيْدِكَ اللَّهُ أَرَادَ إِذْ هَٰذَا نَجَّكَ اللَّهُ بَعْثُكَ لَكَ** তারা তোমার ওপর বিপদ নেমে আসার অপেক্ষায় আছে, কিন্তু তাদের ওপরই মন্দ পরিণাম নেমে আসবে। [চূড়ান্ত পরিণতি এটিই হবে, ইনশাআল্লাহ্।] আর একদিকে তারা এই ব্যক্তিকে চরমলাঞ্ছিত ও অপদস্থ করার চেষ্টা করছে, আর অপরদিকে খোদা তা'লা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, **يَرْزُقُونَ عَلَىٰ كَيْدِكَ اللَّهُ أَرَادَ إِذْ هَٰذَا نَجَّكَ اللَّهُ بَعْثُكَ لَكَ** - যে তোমার লাঞ্ছনা চাইবে আমি তাকে লাঞ্ছিত করব, তোমার প্রতিদান হচ্ছে, আল্লাহ্, আল্লাহ্ তোমাকে প্রতাপ দান করবেন। একদিকে মৌলভীরা উপর্যুপরি ফতোয়া লিখে যাচ্ছে যে, এই ব্যক্তির মতাদর্শী ও অনুসারী হলে মানুষ কাফির হয়ে যায়, আর অপরদিকে খোদা তা'লা তাঁর এই এলহামের প্রতি ক্রমাগত গুরুত্বারোপ করছেন যে, **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** - তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ কে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার অনুগত্য করো, তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। মহানবী (সা.)-কেও আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেছিলেন আর তাঁর (সা.) অনুগত্যে তাঁর নিষ্ঠাবান দাসকেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কেননা তিনিই মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক। তাঁকে মান্য করা মূলত মহানবী (সা.)-এরই পরিপূর্ণ অনুগত্য করা কেননা তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুগত ও দাস। মূলত এসব মৌলভী সাহেব খোদা তা'লার সাথে যুদ্ধ করছে। এবার দেখুন! বিজয় কার হয়? ”নিশানে আসমানী, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-৪, পৃ:৪২২-৪২৩।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের যে উন্নতি হচ্ছে, ধীরে ধীরে জামা'ত যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা এসব লোকের জন্য দাঁতভাঙা জবাব, যদি তাদের মধ্যে দেখার মতো কিছুটা দৃষ্টি আর লজ্জাবোধ থাকে।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এ স্থানে আমি এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে পারছি না, যেভাবে খোদা তা'লা আমাদের নবী (সা.) -এর সমর্থনে, স্বীয় ওহীর মাধ্যমে কাফিরদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, আমার নবী এমন উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র ও আদর্শের অধিকারী যে, তাঁর বিগত চল্লিশ বছরের জীবনে কোনো দোষ বা ত্রুটি বের করার সামর্থ্য তোমাদের নেই, অথচ সে চল্লিশ বছর যাবৎ দিন-রাত তোমাদের মাঝেই অবস্থান করেছে; আর তাঁর অভিজাত বংশে যে ভদ্রতা, পবিত্রতা, শাসক হওয়ার ও নেতৃত্ব প্রদানকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে (তাতে) তিল পরিমাণ দোষত্রুটি বের করার শক্তিও তোমাদের নেই। অতঃপর তোমরা চিন্তা করো, যে ব্যক্তি এমন উন্নত, পবিত্র ও ভদ্র বংশোদ্ভূত, তাঁর চল্লিশ বছরের জীবন তোমাদের চোখের সামনে কেটেছে, তা সাক্ষ্য দিচ্ছে, প্রতারণা করা ও মিথ্যা বলা তার কাজ নয়, তাহলে এসব বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি যখন সে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেছে এবং খোদা তা'লার সাহায্য-সমর্থন সে সাথে লাভ করেছে একইসাথে সে এমন শিক্ষা নিয়ে এসেছে যার বিপরীতে তোমাদের বিশ্বাসসমূহ সম্পূর্ণরূপে নোংরা, অপবিত্র ও শিরকে পরিপূর্ণ- তাহলে এর পরেও এই নবীর সত্যবাদী হওয়ার বিষয়ে তোমাদের আর কী সন্দেহ থাকতে পারে? ”

অতঃপর ইসলামের বিরোধীদের উত্তর দেওয়ার বিষয়টি হলো, মহানবী (সা.) সেই প্রকৃত ও সত্য নবী যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এসেছেন এবং বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। এরপর নিজের সম্পর্কে বলেছেন, একইভাবে খোদা তা'লা আমার বিরোধী ও প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আমিও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস। আমার সাথেও আল্লাহ্ তা'লার একই প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যেমন, তিনি (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার বরাত দিয়েছেন যে, এতে আমার সম্পর্কে এই এলহাম রয়েছে, যা প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় বিশ বছর পার হয়ে গেছে আর তা হলো, **وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيكُمْ خَيْرًا مِّنْ أَوْلِيَانَا لَنَفَعَلَنَّ لَهُمْ أَفْئِدَةً تَوَلَّىٰ قِيْلَ لُغُلُوتٍ** অর্থাৎ: এই বিরোধীদের বলে দাও, আমি চল্লিশ বছর যাবত তোমাদের মধ্যেই বসবাস করেছি এবং এই দীর্ঘ সময় তোমরা আমাকে দেখেছো যে, মিথ্যা ও প্রতারণা করা আমার কাজ নয় এবং খোদা আমাকে অপবিত্র জীবন থেকে নিরাপদ রেখেছেন। যে ব্যক্তি এত দীর্ঘ সময় অর্থাৎ চল্লিশ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার প্রতারণা, দুষ্টতা, দুর্ভিমান ও অপবিত্রতা থেকে নিরাপদ থাকলো এবং কখনো সে সৃষ্টির ব্যাপারে মিথ্যা বলেনি, তাহলে কীভাবে এটি সম্ভব হতে পারে যে, সে তার চিরায়ত অভ্যাসের বিপরীতে এখন সে খোদা তা'লার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করবে? ”

[তিরইয়াকুল কুলুব, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ২৮২-২৮৩]

তার জীবনচরিতের অনেক দিক পূর্বেই বর্ণনা করেছি, এতে পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, লোকেরা, এমনকি বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর প্রশংসা করতো যে, কখনো তিনি মিথ্যা বলেননি। এগুলো হলো কৃতজ্ঞতাসংক্রান্ত বিষয় অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং নিজের সাহায্যকারী ও সমর্থকদের জন্যও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

এসব বিষয় ছাড়াও তিনি (আ.) শিশুদের মাঝে কৃতজ্ঞতার গুরুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। বাড়িতে তাঁর আচরণ কেমন ছিল, এ প্রসঙ্গে একটি

রেওয়াজে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একবার বাড়িতে শিশুদের একটি গল্প শুনিয়েছিলেন, যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) 'আল হাকাম' পত্রিকার জন্য লিখিয়েছিলেন। আর তা হলো, এক টেকো ও এক অন্ধ লোক ছিল। খোদার ফেরেশতা মানবীয় রূপ ধারণ করে সেই টেকো লোকটির কাছে আসেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কী চাও? টেকো লোকটি বলে, আমার মাথায় যেন চুল গজায় এবং আমি যেন ধন-সম্পদ লাভ করি। অতএব, ফেরেশতা টেকো লোকটির মাথায় হাত বুলালে খোদার কুদরতে তার মাথায় চুলও গজিয়ে যায় এবং সে ধন-সম্পদ ও চাকর-বাকরও পেয়ে যায়। এরপর ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কাছে আসেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কী চাও? তখন অন্ধ লোকটি বলে, আমার চোখের দৃষ্টি যেন ফিরে আসে, যাতে আমাকে হাঁচট খেতে না হয়; আর আমি যেন এমন টাকা-পয়সা পাই, যার ফলে আমাকে কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না হয়। ফেরেশতা তার চোখে হাত বোলান, ফলে তার চোখ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় এবং সে ধন-সম্পদও লাভ করে। পরবর্তীতে, খোদা তা'লার নির্দেশে সেই একই ফেরেশতা অন্ধ ও টেকো লোকটির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একজন ফকিরের বেশে এসে টেকো লোকটির কাছে গিয়ে ভিক্ষা চায়। টেকো লোকটি খুব রুক্ষ ও রুঢ়ভাবে উত্তর দেয় এবং ধমক দিয়ে বলে, যা যা, তোর মতো অনেক ফকির ঘুরে বেড়ায়। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বোলান, আর সে পুনরায় পূর্বের মতো টেকো হয়ে যায়। তার সমস্ত ধনসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সে আগের মতোই অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপর সেই ফেরেশতা ফকিরের বেশে অন্ধ লোকটির কাছে আসেন, যে অত্যন্ত ধনী ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তার কাছে সাহায্য চান। সে বলে, সবকিছু আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন এবং এসব তাঁরই সম্পদ, তুমি তা নিয়ে নাও। এতে আল্লাহ্ তা'লা অন্ধ লোকটিকে আরও বেশি ধন-সম্পদ দান করেন। ”

তিনি (আ.) বলেন, “সুতরাং, হে প্রিয় শিশুরা! তোমরাও মনে রেখো যে, খোদা তা'লার প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং সেগুলোর মূল্যায়ন করো; আর সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দিয়ো না। দানখরাত করা একটি ভালো কাজ এবং ভিক্ষারীকে দেওয়া উচিত। এতে খোদাতা'লা সন্তুষ্ট হন এবং নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেন। ”

[আল হাকাম, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮]

যদিও এটি একটি দীর্ঘ হাদীসও বটে যেখানে তিন ধরনের মানুষের উল্লেখিত রয়েছে। [সহীহ বুখারী, কিতাব আহাদীসুল আশ্বিয়া, হাদীস-৩৪৬৪] কিন্তু তিনি (আ.) এটিকে শিশুদের জন্য সংক্ষিপ্ত করে বাড়িতে গল্পের আকারে বর্ণনা করেছিলেন।

শীতকালে রমযান মাসের আগমনে তিনি (আ.) এক সুস্বাদু ও চমৎকার ভিজিতে কৃতজ্ঞতার আবেগ প্রকাশ করেছেন। অতএব হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন যে, মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন যে, এটিও খোদা তা'লার একটি কৃপা যে, তিনি আমাদের এমন এক যুগে প্রেরণ করেছেন, যখন রমযান মাস শীতকালে আসে। এর ফলে রোযাগুলো বেশি শারীরিক কষ্টের কারণ হয় না এবং আমরা রমযান মাসেও সহজেই কাজকর্ম করতে পারি। মৌলভী সাহেব বলতেন যে, সেই দিনগুলোতে রমযান ডিসেম্বর মাসে এসেছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলছেন যে, আমি সেই যুগের পঞ্জিকা দেখেছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে মসীহ হওয়ার দাবি করেছিলেন, আর ১৮৯১ সালে রমযান মাস ১১ এপ্রিল তারিখে শুরু হয়েছিল। বলা যায়, এটি ছিল রমযান মাসের শীতকালে প্রবেশের সূচনা। অনুরূপভাবে, ১৮৯২ সালে রমযান মাস শুরু হয় ৩১ মার্চ, ১৮৯৩ সালে শুরু হয় ২০ মার্চ এবং এরপর থেকে প্রতি বছর রমযান মাস ক্রমান্বয়ে অধিকতর শীতের দিনগুলোতে আসতে থাকে। আর ১৯০৮ সালে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ওফাত হয়, তখন সেই বছর রমযান মাসের সূচনা হয়েছিল ১ অক্টোবর তারিখে। এভাবে, বলতে গেলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নবুয়তের পুরো সময়কাল এমন অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়েছে যে, রমযানের রোযাগুলো শীতকালেই আসতে থাকে। আর এটি ছিল খোদা তা'লার এক বিশেষ কৃপা, যা তাঁর সাধারণ অলঙ্কারীয় বিধানের অধীনে সংঘটিত হয়েছিল। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সুস্বাদু প্রকৃতি এটিকে খোদার একটি অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করে নিজের মাঝে কৃতজ্ঞতার আবেগ সৃষ্টি করেছিল। ” [সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ: রেওয়াজেত নম্বর-৪১৯]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কোনো ব্যক্তির কাজের মাধ্যমে মানবতার উপকার হলে এর জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। মানবজাতির সাথে সম্পৃক্ত পুণ্যকর্মগুলোর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) চিকিৎসা সেবার প্রসঙ্গে হযরত হাকীম মওলানা নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, চিকিৎসা সেবা অত্যন্ত উপকারী বিষয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় বলে মনে করতেন। একবার বাড়িতে হযরত

মৌলভী সাহেব (রা.)-এর কথা উঠলে তিনি (আ.) তাঁর নাম নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ‘আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ’ পড়তে থাকেন এবং বলেন, মৌলভী সাহেব, অর্থাৎ হযরত হাকীম মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব (রা.)-ও আল্লাহ তা’লার নিয়ামতগুলোর মধ্য হতে একটি নিয়ামত। তাঁর মাধ্যমে অনেক গরিব মানুষের চিকিৎসা হয়ে যায়। চিকিৎসা যদিও অন্যদের হতো, কিন্তু তিনি (আ.) এই জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। তিনি মানবতার সেবা করছেন আর মানুষগুলো উপকৃত হচ্ছে একারণে তিনি (আ.) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

[আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-৭, পৃ: ৩৫]

মানবতার জন্য তাঁর (আ.) এত সহানুভূতি ছিল যে, তাদের কষ্ট বিমোচনকারী প্রতিও তিনি (আ.) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন এবং আল্লাহ তা’লারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যে, তিনি তাদের কষ্টগুলো দূর করার ব্যবস্থা করেছেন।

ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতে অবশিষ্ট বিষয়াবলি বর্ণনা করব।

এ মুহূর্তে আমি কয়েকজন মরহুমের কথা উল্লেখ করতে চাই এবং নামাযের পর তাঁদের গায়েবানা জানাযাও পড়াব।

এর মাঝে প্রথম উল্লেখ হলো আইভরি কোস্টের মুবাঞ্জিগ সিলসিলা হাফিয শাহবায আহমদ সাহেবের, যিনি গত ১৮ জুলাই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৩১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ তা’লার কৃপায় তিনি মুসী ছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারের মাঝে তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৮ সালে তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। ২০১৯ সালে জামেয়া থেকে পাশ করার পর নুমল (ঘটগাখ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় এক বছরের ডিপ্লোমা অর্জন করেন এবং এরপর ফ্রেঞ্চ ভাষায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর আইভরি কোস্টে তাঁর নিয়োগ হয়। মরহুম অত্যন্ত অমায়িক, অতিথিপরায়ণ, হাসিখুশি স্বভাবের অধিকারী, খিলাফতের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এবং ওয়াক্ ফ-এর দায়িত্বগুলো সর্বোত্তম উপায়ে পালনকারী জামাতের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। বিগত কিছুদিন যাবত তিনি অনলাইনে উর্দু ও ফার্সি ভাষায় তাজবীদসহ পবিত্র কুরআন নাযেরা পড়াচ্ছিলেন। তার সম্পর্কে বর্ণনাকারীরা লেখেন যে, মরহুমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তার আত্মমর্যাদাবোধ ও ধৈর্য। তিনি কখনো কারও ওপর বোঝা হননি। তবলীগের একান্ত শখ ছিল, মাঝে মাঝে নিজের ঘরেই তবলীগী বৈঠকের আয়োজন করতেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনের সাথে তার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। নিজ জামাতের লোকদের তরবিয়ত করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতেন। নিজের এবং আফ্রিকান লোকদের মাঝে কখনো দূরত্ব সৃষ্টি হতে দেননি। নিজ অঞ্চলে অত্যন্ত মনোযোগ ও পরিশ্রমের সাথে জামাতের নির্মাণকাজও করিয়েছেন এবং ভালো কাজ করিয়েছেন, সাশ্রয়ী উপায়ে মসজিদও নির্মাণ করিয়েছেন।

তার স্ত্রী সাবীকা সাহেবা বলেন যে, তিনি ভালো, নেক এবং অত্যন্ত দায়িত্বশীল মুবাঞ্জিগ, স্বামী ও পিতা ছিলেন। একটি কথা তিনি সবসময় বলতেন যে, আমার জন্য দোয়া করো যেন আল্লাহ তা’লা আমাকে জামাতের জন্য বড় কোনো কাজ করার তৌফিক দান করেন। আমি জামাতের জন্য কিছু করতে চাই। তার মাঝে প্রবল আকুলতা ছিল। তিনি জামাতের সম্পদের খুব মূল্যায়ন করতেন। তার মাঝে সহনশীলতার গুণ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। কোনো ধরনের উদ্বেগ বা কষ্ট হলে তা কখনো চেহারায় প্রকাশ পেতে দিতেন না। রা গের লেশমাত্র ছিল না। সবসময় হাসিখুশি থাকতেন। নম্রভাবে কথা বলতেন এবং ভালোবেসে নিজের কথা বুঝিয়ে বলতেন।

নোমান কাদীর সাহেব, যিনি একজন মুবাঞ্জিগ, তিনি বলেন, হাফিয সাহেব একজন বিষয়-বিশ্লেষক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। জামাতের বিষয়ে তার কাছে যখনই পরামর্শ নেওয়া হতো, তিনি একান্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এমন পরামর্শ দিতেন যে, বাহ্যিকভাবে যে বিষয়টি কঠিন মনে হতো, তা সহজেই সমাধান হয়ে যেত। যৌবনেই আল্লাহ তা’লা তাকে দারুণ যোগ্যতা দান করেছিলেন। মুবাঞ্জিগ এহতেশামুল হক সাহেব লেখেন যে, মুরব্বি ছাড়াও স্থানীয় মুয়াল্লিমদের সাথে, তেমনিভাবে নিজ প্রতিবেশী ও জামাতের সদস্যদের সাথেও তার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল, যা অনেক মানুষ সাক্ষাতের সময় উল্লেখও করেছেন।

নুমান কাদীর নামক একজন মুবাঞ্জিগ বলেন, হাফেয সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। জামা’তের কোনো বিষয়ে যখনই তাঁর থেকে পরামর্শ নেওয়া হতো, তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সাথে এমন পরামর্শ দিতেন, ফলে বাহ্যিক কঠিন মনে হওয়া বিষয়টি সহজেই সমাধান হয়ে যেত। যুবক বয়সেই আল্লাহ তা’লা তাঁকে অসাধারণ যোগ্যতা দান করেছিলেন।

আরেকজন মুবাঞ্জিগ এহতেশামুল হক সাহেব লেখেন, তাঁর সম্পর্ক মুরব্বীদের পাশাপাশি স্থানীয় মোয়াল্লেমদের সাথে, এমনকি নিজ প্রতিবেশী ও জামা’তের বন্ধুদের সাথেও অত্যন্ত গভীর ছিল, যা অধিকাংশ মানুষ সাক্ষাতের সময় উল্লেখও করেছেন। বিপদে-আপদে তিনি অন্যদের গোপনে সাহায্য

করতেন। রাফে তাবাসসুম সাহেব বলেন, মরহুম জামা’তের প্রতিটি কাজকে নিজের দায়িত্ব মনে করতেন এবং কোনো কাজ অর্পণ করা হলে তা কর্তব্য হিসেবে নয়, বরং ইবাদত মনে করে পালন করতেন। সময়ানুবর্তিতা, পরিকল্পনা, দায়িত্ববোধ এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন; নিষ্ঠা তাঁর ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। মরহুমের একটি বৈশিষ্ট্য এটিও ছিল যে, তিনি সর্বদা জামা’তের তালীম ও তরবিয়তের জন্য নতুন নতুন পথ উদ্ভাবন করতেন। তিনি যুবক, শিশু ও বয়স্ক-সকলেরই তরবিয়তের চিন্তা করতেন। আর এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা একজন মুরব্বীর মধ্যে থাকা উচিত।

অনুরূপভাবে মরহুমের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এটিও ছিল যে, তাঁর মধ্যে অনেক বেশি নিষ্ঠা ছিল এবং তিনি নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতেন, কখনো তা প্রকাশ করতেন না; খ্যাতির প্রত্যাশী ছিলেন না, বরং আল্লাহ তা’লার সম্ভ্রম কামনা করতেন। সদা যেখানেই কাজে লাগানো হয়েছে, সেখানেই ধর্মের সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। শিশুদের কুরআন শরীফ গুণ্ড উচ্চারণ-সহ পড়াতেন এবং অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে পড়াতেন। আর সেখানকার অনেক শিশুই তার ছাত্র, যারা তাঁকে স্মরণ করে।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো ইলংগানা মুমিনী সাহেবের। তিনি বুরকিনাফাসোর অধিবাসী। সেখানকার আনসারুল্লাহর যয়ীম ছিলেন। সেখানে খেত-খামারে কাজ করছিলেন। জুলাই মাসের কথা। সে সময় সন্ত্রাসীরা গুলি করে তাঁকে শহীদ করে দেয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৯৮৯ সালে বয়সাত গ্রহণ করেছিলেন।

মুবাঞ্জিগ সিলসিলা ওয়াদুদ সাহেব লিখেছেন, শহীদ মরহুম জামা’ত ও খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর মাঝে কুরআন করীমের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, মসজিদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক, ইবাদত, খিলাফতের আনুগত্য এবং জামা’তী সেবার বিশেষ প্রেরণা ছিল।

একইভাবে আব্দুল্লাহ জাজ্জানি মোয়াল্লেম সাহেব বর্ণনা করেন, তিনি অত্যন্ত সাহসী, নিভীক, নিষ্ঠাবান, পরহেযগার, ইবাদতকারী, সদাচারী, মিশুক, স্বল্পভাষী এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যকারী একজন সর্বোত্তম কর্মী ছিলেন। তিনি প্রায়ই মসজিদে সবার আগে পৌঁছাতেন এবং বসে বসে কুরআন করীম তিলাওয়াত করতে থাকতেন।

অনুরূপভাবে মোয়াল্লেম সাহেব বর্ণনা করেন, ফজরের সময় আমি তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যখন যেতাম, তখন তাঁর বাড়ি থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেতাম।

আব্দুর রহমান সাহেব, যিনি সেখানের রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট, তিনি বলেন, আমি যখনই তাঁকে বলেছি- বয়সে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও জামা’তীভাবে যখনই ওয়াকারে আমল হতো, তিনি নিজেও আসতেন এবং তাঁর সন্তানদেরকেও সঙ্গে নিয়ে আসতেন আর প্রত্যেক জলসা-ইজতেমায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করতেন। শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলেও জামা’তী অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন।

আমীন বেলুচ সাহেব বলেন, আমিও ওই এলাকায় থেকেছি। তিনি চাঁদার ব্যাপারে অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন। অনুরূপভাবে স্থানীয় মোয়াল্লেম মোকাররম বালবো সাহেব বলেন, শাহাদাতের এক দিন আগেও তিনি নিজের চাঁদার ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলেন এবং তা পরিশোধের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন আর তিনি জামা’তের সেবার প্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিলেন। আর প্রত্যেক (পত্র) লেখকই তাঁর সম্পর্কে এই একই বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন।

তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই বিধবা এবং ১৩ জন পুত্র-কন্যা সন্তান রয়েছেন। আল্লাহ তা’লা তাঁর সঙ্গে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো মোকাররম ইয়াহইয়া সোমারি সাহেবের। তিনিও মালির অধিবাসী। তিনিও গত কিছুদিন পূর্বে ৩২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনিও একজন শহীদ। মালিতে

সন্ত্রাসবাদে কারণে কিছুকাল যাবৎ নৈরাজ্য বিরাজ করেছে। ইয়াহইয়া সোমারি সাহেব গাওরিজিয়ন এলাকার তাঁর সামরিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন; তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন। আর বলা হয়, ৪ জুলাই আবহাওয়া খারাপ ছিল, প্রচণ্ড বাতাস বইছিল। সে সময় তিনি তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বলেন, আমি একটু সামরিক দলগুলো যারা দায়িত্বরত আছে, তাদের খোঁজখবর নিয়ে আসি। এরপর তিনি যখন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যে সেনাদলকে টহলরত ছিল, তাদেরকে দেখার জন্য বাইরে বের হন, সে-সময় সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে বসে এতে ইয়াহইয়া সাহেব শহীদ হন।

তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর মালীর স্বাধীনতা দিবসে তাঁকে পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং তাঁর মেডেল অব অনার পাওয়ারও কথা ছিল। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এভাবে তাঁর পোস্টিংও একটি বড়ো শহরে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন।

তঁার ভাই ফোওদী সোমারি সাহেব বলেন, ইয়াহইয়া সোমারি ২০২২ সালে সালানা (বার্ষিক) জলসায় অংশ নেন। জলসা চলাকালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে তঁার হৃদয়ে এক বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং এক অদ্ভুত শান্তি ও প্রশান্তি অনুভব করেন। জলসায় বক্তব্য শোনার সময় এবং বিশেষ করে জামা'তের সাহিত্য 'ইসলামী নীতি দর্শন'-এর স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ পাঠ করে তঁার ঈমান আরো দৃঢ় হয়। বিশেষভাবে জিহাদ সম্পর্কিত আহমদীয়া জামা'তের যুক্তিনির্ভর ও ইসলামী নীতিভিত্তিক অবস্থান তঁার মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এই কল্যাণময় বার্ষিক জলসার সময়েই তিনি বয়সাত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। তঁার সহধর্মিণী বলেন, তিনি একজন আদর্শ স্বামী, সন্তানদের অত্যন্ত স্নেহশীল বাবা ছিলেন এবং আমাদের প্রতিটি প্রয়োজনের খেয়াল রাখতেন। যে কোনো কঠিন সময়ে তিনি আমাদের জন্য এক সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল ছিলেন। তঁার পিতামাতা বলেন, আমাদের সাথে তঁার গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। নিয়মিত ফোন করে আমাদের খোঁজখবর নিতো। আমাদের সকল প্রয়োজনের খেয়াল রাখতো এবং আমাদের সকল দুখঃকষ্ট দূর করার চেষ্টা করতো। সে অত্যন্ত বাধ্যগত একজন সন্তান ছিল।

মালীর মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, তিনি হাসিখুশি ও চমৎকার স্বভাবের একজন মানুষ ছিলেন। নামায -রোযায় অভ্যস্ত, অভাবীদের সাহায্য-সহযোগিতাকারী, পরিচিত-অপরিচিত প্রত্যেকের জন্যই একজন উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী, পারিবারিক সম্পর্ক সুন্দরভাবে সুরক্ষাকারী এবং পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান একজন মানুষ ছিলেন। নতুন আহমদী হওয়া সত্ত্বেও জামা'তে আহমদীয়ার প্রতি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের প্রতি তঁার অত্যন্ত গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা, বিশ্বাসগতভাবেও সত্যিকারের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তঁার পিতা আহমদী ছিলেন না, কিন্তু ছেলের শাহাদাতের পর জামা'তের উন্নত নৈতিক আচরণ দেখে এবং জামা'ত যেভাবে সবকিছু সামলে নিয়েছে তা দেখে আর সহানু ভূতির কারণে খুবই প্রভাবিত হন। আর তিনি তো আগে থেকেই ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছিলেন; এরপর তিনি বলেন, এখন আমার কাছে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। ফলে তিনিও বয়সাত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

অনুরূপভাবে পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয় সিরাজুল হক কুরাইশী সাহেবের, যিনি রাবওয়ার নায়েব অফিসার জলসা সালানা ছিলেন। সম্প্রতি ৮৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, ٱلَّهِوَالَيْهِرُجُّوْنَ আল্লাহ তা'লার ফযলে তিনি মূসী ছিলেন। তঁার পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তঁার দাদা হযরত মিয়া কুতুবুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এসে গেছেন। সুতরাং তিনি কাদিয়ানে যান এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়সাত গ্রহণ করেন। তঁার দাদাও সাহাবীয়া ছিলেন। আল্লাহ তা'লা তঁার দাদাকে দুটি রত্ন- কুরাইশী ফযল হক এবং কুরাইশী আব্দুল গনী সাহেব নামে দুই পুত্র সন্তান দান করেছিলেন। আর এই দুই সন্তানই ধর্মের অনেক বড়ো সেবক ছিলেন। আর ব্যবসাবাণিজ্য করা সত্ত্বেও তঁারা সবসময় ধর্মের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। রাবওয়ার প্রাথমিক বসতি স্থাপনের সময়ও, বিশেষভাবে যখন পানি অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়, তখন কল ও পাইপ বসানোর দায়িত্ব তঁার ওপরই ন্যস্ত ছিল। তঁার নানা কুরাইশী সিরাজুল হক সাহেবের নানা মৌলভী মুহাম্মদ উসমান সাহেব (রা.), তিনিও একজন সাহাবী ছিলেন।

বর্তমানে তিনি নায়েব নায়েব ও নায়েব অফিসার জলসা সালানা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি কয়েক বছর পূর্বে নিয়মিত জামা'তের সেবা করা আরম্ভ করেছিলেন। আনুমানিক বিশ বছর পূর্বে (জামা'তের কাজ করা শুরু করেছেন); ইতোপূর্বে তিনি তালীম বিভাগে বিভিন্ন কলেজে পাঠদান করেছেন। তিনি রাবওয়ার টি.আই কলেজে-ও পাঠদান করেছেন। সৈয়দ কাসেম আহমদ সাহেব বলেন, সিরাজুল হক কুরাইশী সাহেবের মৃত্যুতে

জলসা সালানা অফিসের সকল কর্মী অনুভব করছেন যেন তাদের একজন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও সমব্যর্থী সাথী এবং অভিভাবক (চিরতরে) বিদায় নিয়েছেন। তাকে যখনই কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হতো, তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে (কাজ) সম্পন্ন করতেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুজন কন্যা ও দুজন পুত্র সন্তান রয়েছেন; এক পুত্র কামরুল হক কুরাইশী সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ আর তিনি ইতিহাস বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহ তা'লা তঁার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন।

### যুগ ইমামের বাণী

পরিনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family  
Bithari, 24 PGS (N)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, নাইজেরিয়ার মোয়াল্লেম মোকাররম লাওয়াল তাইয়েব সাহেবের। তিনিও সম্প্রতি ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ٱلَّهِوَالَيْهِرُجُّوْنَ আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি মূসী ছিলেন। জলসা সালানা (ইউ.কে)-এর দিনগুলোতে জলসার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার দেখানোর প্রস্তুতির সময় মসজিদের ডিস মেরামত করার সময় মই থেকে পরে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। চিকিৎসা করানো সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি, তার মেরুদন্ডের হাড় মারাত্মক আঘাত লেগেছিল। শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতামাতা ও স্ত্রী ছাড়াও প্রায় এগারো মাসের একজন কন্যা সন্তান রয়েছে।

২০১৮ সালে নাইজেরিয়ার জামেয়াতুল মুবাম্বাশেরীনে থেকে তিনি শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং মোয়াল্লেম হিসেবে তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত হন। অত্যন্ত বিনয়ী, কর্মঠ এবং নিষ্ঠাবান একজন মোয়াল্লেম ছিলেন। তিনি জামা'তের পক্ষ থেকে অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব নিজের সাধ্যানুযায়ী অত্যন্ত দক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে সর্বোত্তম উপায়ে সম্পন্ন করতেন। তার পিতামাতা বলেন, সে অত্যন্ত দায়িত্বশীল, পিতামাতার অত্যন্ত যত্নশীল এবং নিবেদিত পুত্র ছিল। সীমিত আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাধ্যানুযায়ী সবসময় পিতামাতার আর্থিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতো। তার স্ত্রী বলেন, জামা'তের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা এবং খিলাফতে আহমদীয়ার নির্দেশনাবলি ব্যবহারিকভাবে পালন করতেন। তার উত্তম নৈতিক চরিত্র আন্তরিকতা ও ভালোবাসার কারণে জামা'তের সদস্য এবং অন্যান্য মুসলমান ও অমুসলিম- সবার কাছে সমভাবে প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মোয়াল্লেম মুনাওয়ার সাহেব, তিনিও এটিই বলেছেন, (মরহম) অত্যন্ত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, অগাধ ধৈর্য ও মনোবল ছিল; অন্যদের সাহস যোগাতে আর ছাত্রজীবন থেকেই জামা'তের সেবা করার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। অসুস্থতায় শয্যাশায়ী অবস্থাতেও গুরুতর অসুস্থ, আঘাত লেগে কষ্টে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জামা'তের এবং জামা'তের সদস্যদের তরবিয়তের বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। আল্লাহ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রদ্ধেয় গফুর আহমদ সাহেবের, যিনি বর্তমানে কানাডায় বসবাস করছিলেন। সাংলা হিলের একটি গ্রামের তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন- ٱلَّهِوَالَيْهِرُجُّوْنَ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী, তাহাজ্জুদগুয়ার, খোদাভীরু, মিশুক এবং খিলাফতের অনুরাগী, সর্বদা নেযামে জামা'ত এবং খিলাফতের অনুগত্যকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অন্যদের প্রয়োজনের প্রতিও খেয়াল রাখতেন। গোপনে অন্যদের আর্থিক সাহায্য করতেন। জামা'তী চাঁদা এবং অন্যান্য আর্থিক তাহরীকসমূহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন। নিয়মিত খুতবা শুনতেন এবং অন্যদেরকেও খুতবা শোনার উপদেশ দিতেন। জামা'তের কর্মী, ওয়াক্তে জিন্দেগীদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং পাঁচ পুত্র সন্তান রয়েছেন। একইভাবে নাত-নাতিন, পৌত্র-পৌত্রিও রয়েছেন।

তার এক পুত্র নাস্টম ইকবাল সাহেব ফিজির আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ; যিনি পিতার মৃত্যুর সময় কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং মরহমের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন, আমীন।

[সোর্স: আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ আগস্ট, ২০২৬]

➔ ৯ পাতার শেষাংশ....

(৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হজরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজের প্রদত্ত জুমার খুতবা)

হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম বলেন:

‘তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে, তোমরা সম্পদের প্রতিও ভালোবাসা রাখবে এবং আল্লাহর প্রতিও ভালোবাসা রাখবে। তোমরা কেবল একজনের প্রতিই ভালোবাসা রাখতে পারো। অতএব সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে আল্লাহকে ভালোবাসে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আল্লাহকে ভালোবেসে তঁার পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে আমি বিশ্বাস রাখি যে, অন্যদের তুলনায় তার সম্পদেও অধিক বরকত প্রদান করা হবে। কারণ সম্পদ নিজে নিজে আসে না; বরং আল্লাহর ইচ্ছাতেই আসে।’

(মাজমুআয়ে ইশতেহারাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯৭)

পবিত্র রমজান মাস চলছে। এই মাসে আল্লাহর পথে আর্থিক আত্মত্যাগ পেশ করার সঙ্গে বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে। এ দিক থেকেও এই মাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যে, এই মাসে যারা আর্থিক আত্মত্যাগ করেন, তাঁদের সম্পর্কে দোয়ার উদ্দেশ্যে হজরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজের কাছে অবহিত করা হয়।

আল্লাহতালা আমাদের সবাইকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রচার এবং পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন, সম্পদ, সময় ও সম্মানের আত্মত্যাগ পেশ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।



## তাহরীকে জাদীদের কল্যাণ ও গুরুত্ব

পি. এম. রাশিদ, ওয়াকিলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ

(পূর্বের সংখ্যার পর...)

‘এই পরিস্থিতিতে হজরত মুসায়েহ মওউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাতকে একটি কর্মসূচি প্রদান করে তাহরীকে জারি করেন, যাতে আর্থিক আত্মত্যাগের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ঘটনাটি ১৯৩৪ সালের। নভেম্বর মাসে তিনি প্রথমে কয়েকটি খুতবা প্রদান করেন, যাতে ভূমিকা ও পটভূমি তুলে ধরেন—কেন তিনি এই আন্দোলন শুরু করতে চান। তখনও তিনি শুধু এর উল্লেখ করেছিলেন এবং পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেননি। কিন্তু আন্তরিক ব্যক্তিত্ব তাঁকে প্রত্যেক ধরনের আত্মত্যাগ পেশ করার জন্য লিখতে শুরু করেন। এতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, “আমি এই বিস্তারিত বিষয় এজন্য বর্ণনা করছি, যাতে জামাত আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়; কারণ অনেক সময় দীর্ঘকাল পর্যন্ত আত্মত্যাগ করতে হয় এবং নারী ও শিশুদেরও এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এটি শুধু পুরুষদের কাজ নয়; নারীদেরও নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে হবে।”

‘যদিও তখন এটি প্রত্যেক আহমদির জন্য আবশ্যিক ছিল না, তবুও জামাত অসাধারণ নিষ্ঠা ও বিশ্বেস্ততার চেতনা প্রদর্শন করেছিল।’

### তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য

হজরত মসীহ পাক আলাইহিস সালামের ইলহাম—‘আমি তোমার তবলীগ পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেব’ এবং ‘সে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রসিদ্ধ হবে’—এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাহরীকে জাদীদের কর্মপরিধি সমগ্র পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত। আর পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়াই এই আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য।

তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খলিফাতুল মসীহ সানি রায়িয়াল্লাহু আনহু তাহরীকে জাদীদের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে বলেন:

‘তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহতালা যদি আমাদের তৌফিক দেন, তাহলে আমরা সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করার মতো বীর ব্যক্তিদের প্রস্তুত করব। যাতে এসব দেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন থাকতে থাকে। সেদিন আমরা বুঝব যে, আমাদের কাজের সূচনা হয়েছে।’ (১ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে প্রদত্ত জুমার খুতবা)

### আমাদের দায়িত্ব

আল্লাহতালা কোরআন শরিফের বহু স্থানে মুমিনদের আর্থিক আত্মত্যাগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর্থিক আত্মত্যাগের ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জিত হয়। পূর্ণাঙ্গ নেককার হওয়ার জন্য মানুষের নিজের প্রিয় বস্তুসমূহ থেকে ব্যয় করা অপরিহার্য। যেমন আল্লাহতালা এক স্থানে বলেন:

‘তোমরা কখনোই প্রকৃত নেকি লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুসমূহ থেকে ব্যয় করো। আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত।’ (আলে ইমরান: ৯৩)

### তাহরীকে জাদীদের ফলাফল

তাহরীকে জাদীদের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এমন অসংখ্য ফলাফল রয়েছে, যার গণনা করা সম্ভব নয়। আমাদের সবার ওপর আল্লাহতালা এটি এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের জীবদ্দশায় হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের মহান ভবিষ্যদ্বাণী—‘আমি তোমার তবলীগ পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেব’—অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পূর্ণ হতে দেখার সুযোগ দিয়েছেন।

আজ আল্লাহতালা অনুগ্রহে পৃথিবীর ২২০টি দেশে হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের বাণী পৌঁছে গেছে। শুধু ইসলামের প্রচারকদের মাধ্যমেই নয়, এমটিএর বিস্তৃত ব্যবস্থার মাধ্যমেও তা পৌঁছেছে। শত শত, হাজার হাজার মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মিত হয়েছে এবং এখনও নির্মিত হচ্ছে। হাসপাতাল ও বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবলীগ ও প্রশিক্ষণের একটি বিস্তৃত ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

হজরত আমিরুল মুমিনিন, খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.), ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে প্রদত্ত তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ জুমার খুতবায় বলেন:

‘তাহরীকে জাদীদের ফলের কথা প্রথমেই বলে দিই, যা আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান। শুরুতে আমরা কাদিয়ানের বাইরে বেরোতে পারছিলাম না, অথবা ভারতের মধ্যেই অল্প কিছু এলাকায় এর বিস্তার ছিল। কিন্তু এখন পৃথিবীর ২২০টি দেশে মসজিদের মোট সংখ্যা নয় হাজার তিনশরও বেশি। মিশন হাউসের সংখ্যা তিন হাজার চারশরও বেশি। আরও কয়েক ডজন মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। মিশন হাউসও নির্মিত হচ্ছে এবং অনেকগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে। পৃথিবীতে প্রচারক ও শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। এটিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহর অনুগ্রহে কোরআন শরিফের অনুবাদও হচ্ছে। ৭৭টি ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। সাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য অনূদিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে অসংখ্য কাজ হচ্ছে, যার সূচনা তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে। যদিও এতে অন্যান্য চাঁদারও

অংশ রয়েছে, তবুও তাহরীকে জাদীদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।’ (৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে প্রদত্ত জুমার খুতবা)

### তাহরীকে জাদীদের চাঁদার গুরুত্ব

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা স্বেচ্ছামূলক চাঁদা হলেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন হজরত খলিফাতুল মসীহ তৃতীয় রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

‘আমাদের জামাতে হজরত মুসায়েহ মওউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরজ চাঁদাগুলোর পাশাপাশি অনেক নফল চাঁদারও আন্দোলন করেছেন। এর মধ্যে একটি চাঁদা, অর্থাৎ তাহরীকে জাদিদ, যদিও নফল, কিন্তু প্রয়োজনের দিক থেকে সম্ভবত তা ফরজের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এর উদাহরণ সুনুতের মতো। এগুলো নফল হলেও নফলের তুলনায় ফরজের অধিক নিকটবর্তী বলে আমাদের কাছে মনে হয়। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো আদায় করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।’

(২২ অক্টোবর ১৯৬৬ তারিখে খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) প্রদত্ত ভাষণ)

অনুরূপভাবে হজরত খলিফাতুল মসীহ চতুর্থ রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘চাঁদায়ে আমের পর তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিরাট বরকতের অধিকারী। শুরু থেকেই এটি জামাতের আর্থিক আত্মত্যাগের ওপর বিশ্বাস্যকরভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।’

(৫ নভেম্বর ১৯৯৩ তারিখে খলিফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) প্রদত্ত খুতবা)

আরও বলেন: ‘চাঁদায়ে আমের পর জামাতের জন্য সাধারণভাবে যে আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো তাহরীকে জাদীদের চাঁদা। কারণ এর সম্পর্ক সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের সঙ্গে।’

(৫ নভেম্বর ১৯৯৩ তারিখে খলিফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) প্রদত্ত খুতবা)

### তাহরীকে জাদীদের জন্য আত্মত্যাগের উচ্চতর মান

তাহরীকে জাদীদের দাবিগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আর্থিক আত্মত্যাগ। হজরত মুসায়েহ মওউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাহরীকে জাদীদের জন্য আর্থিক আত্মত্যাগের মান ব্যাখ্যা করে বলেন:

যদি কোনো ব্যক্তি তার এক মাসের আয়ের অর্ধেক দিয়ে দেয়। যেমন, তার মাসিক আয় একশত টাকা হলে সে যদি পঞ্চাশ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি লিখিয়ে দেয়, তাহলে বোঝা হবে যে, সে ভালো আত্মত্যাগ করেছে। আর যদি সে এক মাসের সম্পূর্ণ আয়, অর্থাৎ একশত টাকার একশত টাকাই প্রতিশ্রুতি হিসেবে লিখিয়ে দেয়, তাহলে আমরা বুঝব যে, সে কষ্ট স্বীকার করে আত্মত্যাগ করেছে।’ (৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখে খলিফাতুল মসীহ সানি প্রদত্ত খুতবা)

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করি যে, সেই সময়ের আন্তরিক ব্যক্তিত্ব পাঁচ-পাঁচ মাস বা ছয়-ছয় মাসের আয়ও চাঁদা হিসেবে লিখিয়ে দিয়েছিলেন। হজরত তাঁর সেই খুতবায় এর উল্লেখ করেছেন।

এই উপলক্ষে হজরত শিশুদেরও এই চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

হজরত বলেন: ‘অতএব প্রত্যেক আহমদি পুরুষ এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক আহমদি নারীর কর্তব্য হলো এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা। বরং শিশুদেরও এতে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরও নিজেদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।’

আরও বলেন: ‘কিছু মানুষ শিশুদের পক্ষ থেকে চাঁদার প্রতিশ্রুতি লিখিয়ে দেন, কিন্তু তাদের জানান না। এর ফলে পূর্ণ উপকার লাভ করা যায় না। শিশুর স্বভাব হলো, সে প্রশ্ন করে। যখন তুমি তাকে বলবে, “যাও, নিজের পক্ষ থেকে চাঁদার প্রতিশ্রুতি লিখিয়ে আনো, তখন সে জিজ্ঞাসা করবে, “চাঁদা কী?” আর যখন তুমি তাকে চাঁদার ব্যাখ্যা করবে, তখন সে জিজ্ঞাসা করবে, “এই চাঁদা কেন?” এরপর তুমি তার সামনে ইসলামের সমস্যা ও তার সৌন্দর্যসমূহ বর্ণনা করবে। অতএব আল্লাহতালা শিশুর মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রশ্ন করার প্রবণতা রেখেছেন। তোমরা যদি এমন করো, তাহলে তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সৃষ্টি হবে এবং শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে ইসলামের সেবা করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।’ (৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখে খলিফাতুল মসীহ সানি (রা.) প্রদত্ত খুতবা)

আমাদের নেতা হজরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজের এই উপদেশটিও আমাদের সর্বদা সামনে রাখা প্রয়োজন:

‘আমি ধনী লোকদেরও বলব, তারাও যেন নিজেদের আত্মত্যাগের মান বৃদ্ধি করেন। সচ্ছল ব্যক্তিদেরও নিজেদের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত।’

আরও বলেন: নিজস্ব ওসিয়ত ব্যবস্থার সঙ্গে খেলাফত ব্যবস্থারও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এখন নিজস্ব ওসিয়ত ব্যবস্থার সঙ্গে আত্মত্যাগের মানও বৃদ্ধি পেতে হবে। অতএব প্রথম থেকেই আত্মত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাহরীকে জাদীদের ব্যবস্থার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। সূতরাং এদিকে মনোযোগ দিন।

আল্লাহতালা জামাতের সচ্ছল শ্রেণিকেও এদিকে মনোযোগ দেওয়ার তৌফিক দিন। আল্লাহতালা অনুগ্রহে কিছু ভালো উপার্জনকারী ব্যক্তি খুব মনোযোগ দেন, কিন্তু নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও অনেক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ এখনও রয়েছে। দরিদ্ররা, যেমনটি আমি বলেছি, আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে; কিন্তু ধনীরাও এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।’

→ শেষাংশ ৮ পাতায়....



-মির্থা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

## সীরাতে খাতামান নাবীঈন

### ঘটনাবলির অপ্রতুলতা

এখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হলো। কিন্তু মন যেন তৃপ্ত হয়নি এবং কলম থামিয়ে রাখতে মন চায় না। অন্তর অনুভব করে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক চল্লিশ বছরের জীবনের ঘটনাবলি পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলির মতো বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত নেই। কিছুটা পর্যন্ত এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়। কারণ যে দৃষ্টিতে নবুওয়তের যুগে তাঁকে দেখা হতো, পূর্ববর্তী যুগে সেই দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ছিল না। তবুও যদি প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ তাঁর নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী জীবনের অবস্থার প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়ে দৃষ্টি দিতেন এবং অধিক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘটনাবলি অনুসন্ধান করতেন, তাহলে আরও কিছু ঘটনা আবিষ্কৃত হতে পারত। তবে যা কিছু বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে, তা পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের তুলনায় অনেক বেশি এবং সেই মহান, পবিত্র ও নিঃস্বার্থ জীবনের যথেষ্ট ও পরিপূর্ণপ্রমাণ, যা তিনি নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে অতিবাহিত করেছিলেন।

### তাঁর নিরক্ষর হওয়া

পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই চল্লিশ বছরের জীবনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার কোনো উল্লেখ আসেনি। প্রকৃতপক্ষে আরবে শিক্ষার প্রচলন অত্যন্ত কম ছিল এবং এই দিক থেকে অভিজাত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব সামান্যই পার্থক্য ছিল। বরং বড় বড় নেতারাও সাধারণত সাধারণ মানুষের মতোই অশিক্ষিত ও নিরক্ষর ছিলেন। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দেশে কোথাও কোথাও শিক্ষিত লোকও পাওয়া যেত এবং অন্যান্য স্থানের তুলনায় মক্কায় এমন লোকের সংখ্যা কিছুটা বেশি ছিল। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এটি প্রমাণিত যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ও উম্মী ছিলেন। এবং মনে হয়, তাঁর নিরক্ষতার মধ্যেও ঐশী ব্যবস্থা কার্যকর ছিল, যাতে পৃথিবীতে তাঁর জ্ঞানগত মুজিয়ার মর্যাদা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয়। তবে এর সঙ্গে এটিও প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়তের যুগে যেহেতু অধিকাংশ পত্র ও চুক্তিপত্র ইত্যাদি তাঁর সামনে প্রস্তুত করা হতো এবং তাঁর দৃষ্টির সামনে দিয়ে যেত, তাই জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি কিছু অক্ষর-পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। সুতরাং একটি হাদিস থেকে জানা যায় যে, হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় চুক্তিপত্র লেখা হচ্ছিল। তখন কাফিরদের পক্ষ থেকে আপত্তি করা হলে তিনি তাঁর নামের সঙ্গে লেখা ‘আল্লাহর রাসূল’ শব্দগুলো নিজ হাতে কেটে দিয়ে তার

স্থানে ‘আবদুল্লাহর পুত্র’ শব্দগুলো লিখে দিয়েছিলেন।

এটি সম্পূর্ণ সম্ভব যে, এই ঘটনায় হাদিসে শুধু ‘লিখলেন’ অর্থে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার দ্বারা ‘লিখিয়ে নিলেন’ বোঝানো হয়েছে। কারণ কখনো কখনো প্রচলিত কথ্য রীতিতে লেখা এবং লিখিয়ে নেওয়া-উভয়ের জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়। সে ক্ষেত্রে অর্থ হবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিপত্রের যে অংশটি কেটেছিলেন, তা নিজ হাতে কেটেছিলেন; কিন্তু কাটার পর যা লেখা হয়েছিল, তা তিনি তাঁর লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। তবে যেকোনো অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন, এর দ্বারা নিশ্চিতভাবেই তাঁর উম্মিয়াতের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

### বন্ধুত্বমূলক

নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পরিধি অত্যন্ত সীমিত বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে গুরু থেকেই তাঁর স্বভাব ছিল নির্জনতা প্রিয় এবং জীবনের কোনো পর্যায়েই তিনি মক্কার সাধারণ সমাজের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করেননি। তবে এমন কিছু লোকও ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট ছিলেন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বি কুহাফা। তিনি কুরাইশের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর আভিজাত্য ও যোগ্যতার কারণে জাতির মধ্যে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলেন হাকিম ইবনে হিজাম, যিনি হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা দ্রাতৃস্পুত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সদাশয় ও সম্ভ্রান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, কিন্তু সেই অবস্থাতেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বভাবজাত সৌভাগ্য তাঁকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। এরপর যারদ ইবনে আমরের সঙ্গেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক ছিল। এই ব্যক্তি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকটাত্মীয় ছিলেন এবং তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁরা জাহেলিয়াতের যুগেই শিরক পরিত্যাগ করেছিলেন এবং নিজেদের ইবরাহিমের ধর্মের অনুসারী বলে অভিহিত করতেন। তবে তিনি ইসলামের যুগের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।

### নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে তাঁর ধর্ম

ইসলাম তার বিস্তারিত বিধিবিধানসহ

যাই হোক না কেন, পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বিধিবিধান অনুসরণ করতেন-এমন দাবি কোনো ব্যক্তি করতে পারে না এবং কেউ করেননি। কিন্তু ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত যে, সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী তিনি সর্বদা আরব সমাজের নোংরা রীতিনীতি থেকে বিরত থাকতেন এবং কখনোই শিরক করেননি। সুতরাং নবুওয়তের যুগে তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন যে, তিনি কখনো মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা খাদ্য খাননি।

আর একটি বর্ণনায় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি কখনো মূর্তির উপাসনা করেছেন?’ তিনি বললেন, ‘না।’ এরপর লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কি কখনো মদ পান করেছেন?’ তিনি বললেন, ‘না।’ এরপর তিনি বললেন, ‘আমি সর্বদাই এসব বিষয়কে ঘৃণার যোগ্য মনে করে এসেছি। কিন্তু ইসলাম-পূর্বকালে শরিয়ত ও ঈমান সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না।’

### তাঁর চরিত্র ও অভ্যাস

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের মধ্যে ‘আল-আমিন’ উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এটি তাঁর আমানতদারি, সততা এবং উত্তম চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাঁর সত্যবাদিতার অবস্থা এমন ছিল যে, আবু জাহল-যে তাঁর রক্তের পিপাসু এবং তাঁর ঘোর বিরোধী ছিল-একবার নবুওয়তের যুগে তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিল:

“হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না; বরং তুমি যে বিষয় নিয়ে এসেছ, আমরা সেটিকেই মিথ্যা বলি।”

আবু সুফিয়ান রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। তখন হেরাক্লিয়াস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন:

“তাঁর এই দাবির পূর্বে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার অপবাদ দিয়েছিলে?

আবু সুফিয়ান তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সরাসরি বিরোধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে ‘না’ বলা ছাড়া তার কাছেও আর কোনো উত্তর ছিল না।

উমাইয়া ইবনে খালাফ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণের শত্রু ছিল। কিন্তু যখন হযরত সাদ ইবনে মুআয তাকে এই সংবাদ দিলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তখন সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। সে বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীর কাছে এ কথা বলল এবং বলল:

وَاللّٰهُ مَا كَذَّبَ مُحَمَّدًا اِذَا حَدَّثَ

“আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ যখন কোনো কথা বলেন, তখন তিনি মিথ্যা বলেন না।”

এরপর নজর ইবনে হারিস ইসলামের

সবচেয়ে কঠোর বিরোধীদের একজন ছিল। কিন্তু যখন সে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এই কথা শুনল যে-আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন-মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যাবাদী, তখন সে অবলীলায় বলে উঠল:

قَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيكُمْ غَلَاً مَا حَدَّثَ  
أَرْضًا كُمْ فِيكُمْ وَأَصَدَّقَكُمْ حَدِيثًا  
وَأَعْظَمَكُمْ أَمَانَةً حَتَّى إِذَا رَكَبْتُمْ فِي  
صُدْغِيهِ الشَّيْبَ وَجَاءَكُمْ بِمَا جَاءَكُمْ  
بِهِ قُلْتُمْ سَاحِرًا وَاللّٰهُ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ

“মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যেই এক কিশোর হিসেবে বেড়ে উঠেছিল। সে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পছন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিল, কথাবার্তায় তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী ছিল এবং আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ছিল। এ ব্যাপারে তোমাদের মতও এমনই ছিল। এমনকি যখন তোমরা তার কেশগুচ্ছে বার্ষিকের গুজ্রতা দেখতে পেলে এবং সে প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছাল, আর তোমাদের কাছে সেই বিষয় নিয়ে এলো যা সে নিয়ে এসেছিল, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে যে, সে একজন জাদুকর। না, আল্লাহর কসম! সে জাদুকর নয়।”

নজর ইবনে হারিসের উদ্দেশ্যও মূলত তা-ই ছিল, যা আবু জাহল বলেছিল-আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলি না; বরং তিনি যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন, আমরা সেটিকে মিথ্যা বলি।

এরপর যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন এবং একটি পাহাড়ের ওপর উঠে কুরাইশদের একত্রিত করলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, “আমি যদি তোমাদের বলি যে, এই পাহাড়ের অপর পাশের উপত্যকায় একটি বিশাল বাহিনী সমবেত হয়েছে, যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?

যদিও বাহ্যিকভাবে এই কথাটি সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল, তবুও সবাই বলল: “هَآءِ، نَعْمَ مَا جَزَيْتَنَا عَلَيْكَ الْأَصْدَقُ” হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করব; কারণ আমরা তোমার কাছ থেকে সর্বদা সত্য ছাড়া আর কিছুই পাইনি।”

তিনি বললেন: “তাহলে আমি তোমাদের জানাচ্ছি যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে আসছে। সুতরাং তোমরা তা থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করো।”

এগুলো তাঁর সবচেয়ে কঠোর শত্রুদের সাক্ষ্য। আর মুমিনদের পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের ঈমান গ্রহণ করাই একটি শক্তিশালী বাস্তব সাক্ষ্য। তবে এই উপলক্ষে তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাক্ষ্য উল্লেখ না করে আমি থাকতে পারি না।

→ শেষাংশ ১২ পাতায়....

রিষিকের ব্যবস্থা করে দেন, যার কথা তার ধারণাতেও থাকে না।

তিনি বলেন, “এমন মনে করো না যে, আল্লাহ্ তাআলা দুর্বল; তিনি মহাশক্তির অধিকারী। কোনো বিষয়ে যখন তাঁর ওপর ভরসা করবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।”

এক স্থানে তিনি বলেন, “সকলের মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। পূর্ণ মনোযোগ ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে শোনো, কারণ এটি ঈমানের বিষয়। এতে অলসতা, অবহেলা ও অমনোযোগ অত্যন্ত খারাপ ফল সৃষ্টি করে। যারা ঈমানের ব্যাপারে অবহেলা করে এবং তাদের উদ্দেশ্যে যখন কোনো কথা বলা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনে না, তাদের বক্তার বক্তব্য থেকে-তা যত উচ্চমানের, উপকারী ও প্রভাবশালীই হোক না কেন-কোনো উপকার হয় না।”

হযরত আনওয়ার বলেন, অতএব আমাদের জলসা আয়োজনের তখনই উপকার হতে পারে, যখন আমরা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার নবায়ন করার উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হই এবং এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা এখান থেকে নৈক ও তাকওয়ার ওপর আমলকারী হয়ে বের হব।

তিনি বলেন, বিশেষভাবে আমাদের জামাআতের জন্য তাকওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতেও যে, তারা এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁর বয়আতের বন্ধনে আবদ্ধ, যিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত হওয়ার দাবি করেছেন; যাতে তারা যে ধরনের বিদ্বেষ, হিংসা বা শিরকেই আক্রান্ত হয়ে থাকুক না কেন, অথবা যতই পার্থিবতার দিকে ঝুঁকে পড়ে থাকুক না কেন, এসব সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

পরিশেষে হযরত আনওয়ার বলেন,

“এই দিনগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণের ওপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিন। নিজেদের জন্য, জামাআতের জন্য এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া করুন। সমগ্র বিশ্বের জন্যও অধিক দোয়া করুন।

আল্লাহ্ তাআলা তাদের নিজ পরিচয় লাভের তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরও যেন প্রচারের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার এবং তাকওয়ার পথে চলতে চলতে তাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করেন।”

হযরত আনওয়ার আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যদি এই অবস্থা সৃষ্টি করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পথপ্রদর্শনও করবেন এবং বিপদ-আপদ থেকে মুক্তিও দেবেন। তিনি তোমাদের দোয়াও কবুল করবেন, তোমাদের পারিবারিক সমস্যাগুলোও সমাধান করবেন এবং তোমাদের সন্তানদের ?প?য়ত নিয়ে যে উদ্বেগ ও সমস্যাগুলো রয়েছে, সেগুলোও দূর করে দেবেন।

হযরত আনওয়ার আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর অতীতে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য আন্তরিকভাবে তওবা করতে হবে এবং সত্যতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে। যখন এটি হবে, তখনই তোমরা বায়আতের অধিকার আদায়কারী হবে। তখনই তোমরা যে বায়আতের অঙ্গীকার করেছিলেন, তা পূর্ণ করে আল্লাহ তাআলার পুরস্কারের যোগ্য হবে। আল্লাহ তাআলার পুরস্কার তখনই লাভ করা যাবে, যখন তোমাদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর আদেশসমূহ অনুসরণ করা হবে।

হযরত আনওয়ার আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বলেন, মানুষের জন্য মুত্তাকি হওয়া অপরিহার্য, কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে মুত্তাকিই সম্মানিত ও মর্যাদাবান। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম বলেছেন:

আমাদের জামাআতের এই উপদেশ সর্বদা মনে রাখা উচিত। এর মধ্যে পুরুষরাও অন্তর্ভুক্ত এবং নারীরাও অন্তর্ভুক্ত। কোথাও এমন লেখা নেই যে, এই উপদেশ শুধু পুরুষদের জন্য এবং তারাই এটি সর্বদা সামনে রাখবে। তিনি বলেছেন, যদি এই জামাআতে প্রবেশ করে থাকো, তাহলে নতুন জীবনযাপনকারী মানুষে পরিণত হও।

এরপরও যদি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি না হয়, আমাদের আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি না হয়, যদি আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদতের অধিকার আদায় না করি এবং মানুষের সঙ্গে আমাদের সদাচরণ ভালো না হয়, আমাদের নৈতিক চরিত্র এমন না হয় যে, মানুষ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে; বরং সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে মানুষ যদি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ও আমাদের দ্বারা ভীত থাকে, তাহলে এমন বায়আতেরও কোনো উপকার নেই।

জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়; এটিও আল্লাহ তাআলার দান। কিন্তু এমন জ্ঞান, যা তোমাদের আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তা আমাদের অর্জন করা উচিত নয় এবং তার পেছনে চলা উচিত নয়। এমন কাজের

পেছনেও আমাদের চলা উচিত নয়, যা আমাদের আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এমন পরিবেশেও আমাদের বসা উচিত নয়, যা আমাদের আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে নিয়ে যায়। অতএব, আমাদের চিন্তাধারা এমনই হওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের এমন সময়ে, যখন তারা বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়, রক্ষা করেন এবং পৃথিবী বিস্মিত হয়ে যায়। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উদাহরণ দিয়েছেন যে, শত্রুরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করে বের করে এনেছিলেন। হযরত নুহ আলাইহিস সালামকে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে নৌকার মাধ্যমে প্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা এসব উদাহরণ এজন্য দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, এগুলো শুধু অতীতের গল্প নয়; বরং আজও আল্লাহ তাআলা জীবিত এবং আজও তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করতে পারেন। আজও যদি তোমরা তাঁর সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক রাখো, তাঁর অধিকার আদায়কারী হও, তাঁর শিক্ষার অনুযায়ী আমল করো এবং বান্দাদের অধিকার আদায় করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা এখনও তোমাদের তাঁর শক্তির নিদর্শন দেখাবেন।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম বলেছেন, যদি তোমরা তওবা করো এবং নিজেদের অন্তরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখো, তবেই তোমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনকারী হবে এবং তখনই তোমরা বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভকারী হবে। এমন নয় যে, যখন বিপদের সময় এসে যাবে, তখন তোমরা দোয়া করবে। অনেক মানুষ আমাকেও লিখে যে, আমরা দোয়া করেছি, কিন্তু তা কবুল হয়নি। তিনি বলেছেন:

বিপদের সময় তোমরা যে দোয়া করবে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে তিনি তা কবুল করবেন, অথবা নাও করতে পারেন। কিন্তু বিপদ আসার আগেই দোয়া করো এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করো। তাহলেই তোমরা সফল হবে। সাধারণ ও সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় তোমরা যে দোয়াগুলো করবে, সেগুলোই তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার কারণ হবে।

হযরত আনওয়ার আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বলেন, আমি গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছি যে, ইসলামে নারীদের কী কী অধিকার রয়েছে। এসব অধিকার তোমাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিয়েছেন। কিন্তু কিছু কর্তব্যও রয়েছে, যা আজ আমি বর্ণনা করছি। তোমরা যখন এসব কর্তব্য পালন করবে, তখনই তোমাদের অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতএব, এ দিকেও মনোযোগ দাও।

এরপর হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম দোয়ার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, দোয়া করো, নিজেদের সিজদায় দোয়া করো। নিজেদের রুকুতেও দোয়া করো। সাধারণ অবস্থাতেও এবং কঠিন অবস্থাতেও দোয়া করো। আর সর্বদা এই দোয়া করো:

“হে আল্লাহ! তুমি অমুখাপেক্ষী এবং আমরা জানি না কখন কোন বিপদ আসতে চলেছে। অতএব, হে আল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক বিপদ থেকে রক্ষা করো এবং সর্বদা নিজের আশ্রয়ে রাখো।”

যখন এমন হবে, তখন তোমরা দেখতে পাবে, কীভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খল ও সুন্দর করে দিতে থাকবেন। কারণ তোমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এসব কাজ করছ।

একইভাবে আল্লাহ তাআলার অধিকার আদায় করার পাশাপাশি নিজেদের নৈতিক চরিত্রও সংশোধন করা জরুরি। জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে কোমলতা ও উত্তম আচরণের সঙ্গে ব্যবহার করো। যে ব্যক্তি কঠোর ভাষায় কথা বলে, তার সঙ্গেও কোমল আচরণ করো। ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকো। অহংকার থেকে বিরত থাকো।

এসব এমন বিষয় যে, তোমরা যখন এগুলো পালন করবে, তখন আল্লাহ তাআলাও এর বিনিময়ে তোমাদের নিজের নৈকট্য দ্বারা পুরস্কৃত করবেন। বর্তমান সমাজে তোমাদের ঘরেও, পুত্রবধূ ও শাশুড়ীদের মধ্যেও এবং অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলো দেখা যায়। একে অপরের প্রতি সামান্য অভিযোগ সৃষ্টি হলেই কঠোর কথা বলা হয় অথবা কোনো না কোনোভাবে একে অপরকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম বলেছেন, যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে এটি একজন মুমিনের পক্ষতি নয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা যায় না। এর দ্বারা তোমরা বায়আতের অধিকারও আদায় করতে পারবে না।

তিনি বলেছেন, যারা দুর্বল, যারা আমলের ক্ষেত্রে অলস, যাদের নৈতিক দুর্বলতা রয়েছে অথবা ব্যবহারিক দুর্বলতা রয়েছে, তাদের সঙ্গেও তোমাদের উত্তম আচরণ থাকা উচিত এবং তাদের ?প?য়তের প্রতিও তোমাদের মনোযোগ থাকা উচিত। তোমরা

### যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তাঁলার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

### মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EDITOR<br/>Tahir Ahmad Munir<br/>Sub-editor: Mirza Safiul Alam<br/>Mobile: 9 679 481 821<br/>e-mail : Banglabadar@hotmail.com<br/>akhbaarbadaarbanglaqdn@gmail.com<br/>website: www.akhbaarbadaarqadian.in<br/>www.alislam.org/badr</p> | <p>REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524</p> <p>সাপ্তাহিক <b>বদর</b> Weekly<br/>কাদিয়ান</p> <p><b>BADAR</b> Qadian</p> <p>Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516</p> <p>POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 8 Oct, 2026 Issue No.41</p> | <p>Act.<br/>MANAGER<br/>ATHAR AHMAD SHAMIM<br/>Mob: +91 9815639670<br/>e.mail: managerbadrqnd@gmail.com</p> |
| ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |

যখন এমন করবে, তখনই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনকারী হবে।

তিনি বলেছেন, আমাদের জামাত যদি ব্যবহারিক আদর্শ প্রদর্শন না করে, তাহলে তোমরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে আমার প্রয়োজনীয়তা না থাকার বিষয়টি প্রমাণ করছ। এরপর বায়আত করার কোনো উপকার নেই। তিনি বলেছেন:

যদি প্রকৃত আহমদী হতে হয় এবং নিজেকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনকারী করতে হয়, তাহলে নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করতে হবে। নিজেদের নৈতিক চরিত্রের মানও উন্নত করতে হবে এবং নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থারও সংশোধন করতে হবে।

তিনি বলেছেন, আমাদের জীবন সাধারণ জাগতিক মানুষের জীবন হওয়া উচিত নয়। শুধু মুখে বলে দেওয়া যে, আমি বায়আতে প্রবেশ করেছি, অথচ কোনো আমল নেই-এর কোনো উপকার নেই।

প্রকৃত মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যার কথা ও কাজ উভয়ই একই রকম। অর্থাৎ, আমরা শুধু এই দেখে প্রভাবিত হয়ে যাব না যে, জাগতিক মানুষ কী করছে। বরং আমাদের উদ্দেশ্য অনেক উচ্চ। আমাদের জাগতিক মানুষদের সংশোধন করতে হবে, তাদের ????য়ত করতে হবে এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

বর্তমানে পৃথিবীতে ধর্ম থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দোয়া ও আমলের মাধ্যমে পৃথিবীকে জানাতে হবে যে, প্রকৃত সত্য কী-তা হলো, আল্লাহর দিকে ফিরে আসো; এর মধ্যেই তোমাদের স্থায়িত্ব রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম বলেছেন:

তোমরা যখন আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছ, তখন আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণ করো। আর আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, আল্লাহ তাআলার সামনে নিজেদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করা এবং কুরআন শরিফের শিক্ষার ওপর ঠিক সেইভাবে আমল করা, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল করে দেখিয়েছেন এবং সাহাবিগণ আমল করেছেন।

কুরআন শরিফের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম উপলব্ধি করো এবং তার ওপর আমল করো। আল্লাহ তাআলার সামনে শুধু এই কথা যথেষ্ট হতে পারে না যে, মুখে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, অথচ আমলের মধ্যে কোনো আলো ও কর্মতৎপরতা নেই।

মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা যে জামাত প্রতিষ্ঠা করতে চান, তা আমল ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না। এটি সেই মহান জামাত, যার প্রস্তুতি হযরত আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই শুরু হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো নবী আসেননি, যিনি এই আহ্বানের সংবাদ দেননি।

এর মর্যাদা উপলব্ধি করো। আর এর মর্যাদা উপলব্ধি করার অর্থ হলো, নিজেদের আমলের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখানো যে, তোমরাই সত্যপন্থীদের দল। সে নারী হোক বা পুরুষ, শিশু হোক বা যুবক, কিংবা বৃদ্ধ-আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে, যাতে নিজেদের আমলের মাধ্যমে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করি।

আমাদের আল্লাহ তাআলার আদেশসমূহ পালন করতে হবে। অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে এবং নিজেদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করতে হবে। যখন এটি হবে, তখনই আমরা প্রকৃতপক্ষে জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার আদায়কারী হব।

অতএব, আজ তোমাদের অঙ্গীকার করতে হবে যে, আমরা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের বায়আতের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগ দেব। নিজেদের এমনভাবে গড়ে তুলব, যাতে বায়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করার যথাযথ উপলব্ধি ও বোধ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়।

আমরা যত নবুওয়তের যুগ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি, দুর্বলতাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব দুর্বলতা দূর করার এবং নিজেদেরও আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের মধ্যে রাখার একমাত্র উপায় হলো, আমরা নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করব এবং নিজেদের জ্ঞানগত মানও উন্নত করব, যাতে আমাদের সম্ভাবন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশংসার উত্তর দিতে

পারি এবং প্রচারের ক্ষেত্রেও নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারি।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম ও সরকার নারীদের অধিকার এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেনি। এই যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সত্যনিষ্ঠ বান্দা আমাদের স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, নারীর কী কী অধিকার রয়েছে এবং তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইসলাম নারীকে কী মর্যাদা দিয়েছে।

অতএব, আহমদী নারীর সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, সে ইসলামে বিশ্বাসী, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং প্রকৃত ইসলামের সেবিকা। তাই তার উচিত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

প্রচারের ক্ষেত্রেও তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং নিজেদের প্রজন্মকেও এগিয়ে নিতে হবে, যাতে ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারি।

আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবাইকে এর তাওফিক দান করুন। ভাষণ শেষে হজুর আনওয়ার দোয়া করান।

১০ পাতার পর.....

যখন প্রথমবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহর ফেরেশতা ওহী নিয়ে এলেন এবং তিনি অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হয়ে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, “আমার নিজের ব্যাপারে আমার ভয় হচ্ছে,” তখন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, যিনি তাঁর অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন:

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْرِجُكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرِّحْمَةَ وَتَصُدُّهُنَّ الْحَدِيثُ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَغْدُومَ وَتَقْرَى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

“কখনোই নয়, কখনোই নয়! আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে লাজ্জিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, কথায় সত্যবাদী, মানুষের বোঝা বহন করেন, হারিয়ে যাওয়া নৈতিক গুণাবলিকে নিজের মধ্যে একত্র করেছেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং সত্যের পথে মানুষের সাহায্য করেন।

এটি সেই সম্মানিত নারীর সাক্ষ্য, যিনি দিন-রাত, গুঠা-বসায়, খাওয়া-দাওয়ায়, ঘুম ও জাগরণে সর্বদা তাঁকে দেখতেন।

আল্লাহু সাল্লা আলা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

## সম্মানিত পাঠকবৃন্দের প্রতি বিশেষ আবেদন

### বদর পত্রিকার সহায়তা

বদর পত্রিকার এই সৌভাগ্য ও মর্যাদা রয়েছে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যনিষ্ঠ দাস, হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের বরকতময় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রথমে নবুওয়ত এবং পরবর্তীতে নবুওয়তের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ছায়াতলে এই পত্রিকা তবলীগ ও তরবিয়তের দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে বহু সৌভাগ্যবান আত্মা আহমদিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে খেলাফতে আহমদিয়ার নির্দেশনার আলোকে আহমদি পরিবারগুলোর তারবিয়ত হচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

পত্রিকা প্রস্তুত, প্রকাশ, প্যাকিং এবং পাঠানোর কাজে বিপুল ব্যয় হয়। কেবল সামান্য পরিমাণে গ্রাহক-চাঁদার মাধ্যমে এই ব্যয় পূরণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য বিশেষ সহযোগীদের অত্যন্ত প্রয়োজন, যারা যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ (মামুর) -এর এই পত্রিকার ব্যয়ভার বহনে এগিয়ে আসবেন।

এই পত্রিকাকে যারা আর্থিকভাবে সহায়তা করবেন, আল্লাহ তাআলা কখনো তাদের বিনষ্ট হতে দেবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি হলো: “নিশ্চয়ই আমি তার সাহায্যকারী, যে তোমাকে সাহায্য করবে।” অর্থাৎ, “যারা তোমার সাহায্য করবে, আমি তাদের সাহায্য করব।”

সহযোগীদের সকল বিষয়ের আল্লাহ তাআলা নিজেই রক্ষক হয়ে যাবেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের ব্যবসা, চাকরি, বাগান, ফসল ও সম্পদে বহুগুণ বৃদ্ধি দান করবেন, ইনশাআল্লাহ।

যেকোনো ধরনের দিকনির্দেশনার জন্য সাপ্তাহিক বদর পত্রিকা-এর ম্যানেজার অফিসে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ নম্বর: 9815639670

## যুগ ইমামের বাণী

যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও।  
যদি দুনিয়াতেই খোদাকে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও,  
সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: Seth Shamshuddin sb., Barisha (Kolkata)